BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1079 ◆ Friday 06 March - Thursday 12 March 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বাংলা পোস্টের
নিয়মিত খবর
ভেতরের পাতায়

Your regular Bangla Post
packed with news and features

INSIDE

CHANNEL S
SKY 777

JOIN US LIVE

20th RAMADAN
(1St Odd night)
Monday 9th March 2026
FROM 5PM TO FAJR

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

SME TRUST
Educating the poor ©

ntv
on NTV Sky 780

Ramadan 2026 Live Appeals

24 and 28 Ramadan

From 5pm till Farj
(বিকাল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত)

Donation Hotline
0208 090 1224

Studio Hotline
0203 515 5838

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা
আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

Please donate generously to our other projects this Ramadan through NTV appeals:

21 Ramadan - Muslim Sadaqah

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1079 ◆ Friday 06 March - Thursday 12 March 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

--১৩ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি সারা বিশ্ব

- ইরান ও হিজবুল্লাহর সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে নাস্তেনাবুদ ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র
- ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১,১৪৫
- কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক তিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত
- ইরান এখনও শক্তিশালী, স্বীকারোক্তি ইসরাইলের
- হরমুজ প্রণালীতে কন্টেইনার জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
- শত শত ফ্লাইট বাতিল

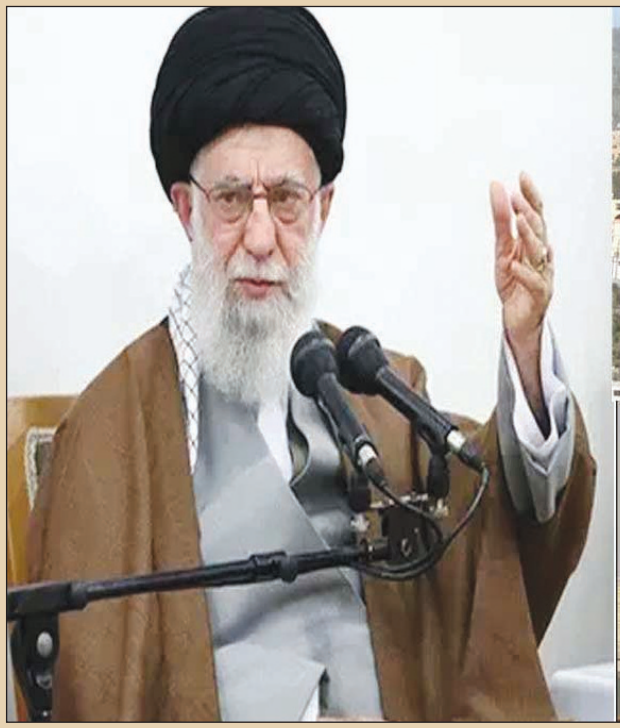

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয়ে নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী নিহত হওয়ার পর শোকের আগুনে পুড়ছে ইরান। প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠেছে দেশটি। একের পর এক হামলা চালিয়ে তাদের নেতা হত্যার জবাব দিয়েই চলছে। জবাব-আর পাল্টা জবাবের মধ্য দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক সংকট বাড়ছে। ইরানের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া যুদ্ধ এখন শুধু তেহরানে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন পুরো অঞ্চলকে তাতিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোতে মার্কিন স্থাপনা, দূতাবাস ও ঘাঁটিগুলো হামলার লক্ষ্যবস্তু করছে তেহরান। এতে মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশ গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এসব দেশ থেকে নিজ নাগরিকদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর অর্থ ইরানে হামলার তীব্রতা বাড়ানোর চিন্তা করছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। এর প্রেক্ষিতে অন্য দেশগুলোতে ইরানের হামলা জোরদার করার শঙ্কা করছে মার্কিন প্রশাসন।

শনিবার দিবাগত রাতে তেহরানের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সর্বোচ্চ নেতার দপ্তরে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মার্কিন ও ইসরাইলি বাহিনী। এতে ৮৬ বছর বয়সী ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী ছাড়াও তার মেয়ে, জামাতা এবং নাতি নিহত হন। এ ছাড়া হামলায় ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলী শামখানি এবং আইআরজিসি-র প্রধান কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপুরসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা প্রাণ হারিয়েছেন। খামেনেয়ীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই তেহরানসহ ইরানের প্রধান শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ শোক মিছিলে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে আসে। দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এই হত্যাকাণ্ডকে 'এক মহা অপরাধ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এদিকে, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এই হত্যাকা-রে কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা ইসরাইলের সামরিক স্থাপনা এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত ২৭টি মার্কিন ঘাঁটিতে কয়েক দফায় ড্রোন ও মিসাইল হামলা শুরু করেছে। তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি তাদের প্রতিশোধমূলক অভিযানের মাত্র শুরু।

এরপর থেকে পৃথিবীর শক্তিধর দেশ ও তার মদতপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে একাই লড়াই করছে আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির দেশ ইরান। একদিকে আধুনিক রণসাজে সজ্জিত সামরিক শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের কৌশলী অস্ত্র নিয়ে নিঃসঙ্গ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তেহরান। যুদ্ধের পঞ্চম দিনেও তেহরান ও এর আশপাশের শহরে ব্যাপক বোমা হামলা হয়েছে।

লেবানন ও ইসরাইল সীমান্তে চলমান সংঘাত এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রধান প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরাইল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ' (আইএআই)-এর সদর দপ্তরে বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে লেবাননের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ইসরাইলি বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। এর আগে সোমবার রাতে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের অভ্যন্তরে সিআইএ-র একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' তাদের এক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য নিশ্চিত করেছে। --১৩ পৃষ্ঠায়

হরমুজ প্রণালি বন্ধ বাড়বে তেলের দাম

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। জলপথটিতে চলাচলের চেষ্টাকারী যে কোনো জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করারও হুমকি দিয়েছে বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারে ধাক্কা লেগেছে। হরমুজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকলে এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। হরমুজ বন্ধ করে আইআরজিসি ঘোষণা করেছে, 'এক ফোঁটা তেলও বাইরে যাবে না।' আলজাজিরা ও সিএনবিসির প্রতিবেদনে এসব তথ্য বলা হয়। হরমুজ প্রণালিকে বিশ্বব্যাপী তেল বাণিজ্যের --১৬ পৃষ্ঠায়

আহলান সাহলান মাহে রমাদান

পোস্ট ডেস্ক : রহমত, বরকত ও নাজাতের অফুরান কল্যাণের বার্তা নিয়ে পুণ্য বৈভবে এলো পবিত্র রমজান। রমজান ত্যাগ ও সংজমের মাস। সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মাস। অমূল্য রতন তাকওয়া অর্জনের মাস। ক্ষমা-মার্জনা ও অনুকম্পায় বিগলিত হওয়ার মাস। রমজান বান্দার দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি প্রশিক্ষণের মাস। সিয়াম সাধনার মাস।

মহান রব্বুল আলামিন বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেভাবে দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। (সুরা বাকারা :১৮৩)। এই মুত্তাকি বা পরহেজগার শব্দটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য --১৬ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্যে কোটি প্রবাসীর চোখে শর্ষে ফুল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যে লেবানন, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, ওমান, ইরাক ও সাইপ্রাসনহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন অসংখ্য বাংলাদেশি। যাদের শ্রমে চলে দেশের লাখ লাখ পরিবার। সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তুলনামূলক নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও মধ্যেপ্রাচ্যের এসব দেশ আজ পরিণত হয়েছে এক আতঙ্কিত জনপদে। ইরানের --১৬ পৃষ্ঠায়

বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স আয়োজিত কমিউনিটি ইফতার মাহফিল সম্পন্ন

ইউকে বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স আয়োজিত কমিউনিটি ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার কমপ্লেক্সের স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড মসজিদে বিশাল আয়োজনে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান ও দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল, মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও কমপ্লেক্সের প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশার সুধিজন অংশ নেন। মাহফিলে আগামী ৩ রা মার্চ চ্যানেল এটিএন বাংলায় লাইভ ফান্ড রাইজিংয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ মাল্টি পারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব কামরুল হাসান চুনু, সেক্রেটারী ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, মাওলানা রুকনুদ্দীন আহমদ, সেক্রেটারী মোঃ মিসবাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ খুরশেদ উল হক, ক্যাশিয়ার হাফিজ আলী হোসাইন বাবুল, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের হেড মাওলানা মোঃ মাহবুব কামাল, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, হ্যান্ডসওয়ার্থ জামে মাসজিদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, সেক্রেটারী মাষ্টার আব্দুল মুহিত, আস্টন আলবার্টট জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা মুফতি আব্দুস শহীদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম ও ডার্লিস্টন জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা সালেহ আহমদ মনসুরী, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মফিজ খান, বিশিষ্ট একাউন্টডেন্ট মোঃ তাজ উদ্দিন, বার্মিংহাম আল ইসলাহর সেক্রেটারী হাফিজ রুমেল আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের ইমাম হাফিজ আব্দুল্লাহ আল নাঈম, হাফিজ হোসাইন আহমদ, কারী আবুল খয়ের, হাজী তারা মিয়া প্রমুখ।

পরিশেষে বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

শহিদুল ইসলামঃ গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সম্প্রতি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শনিবার (১১ রমজান ১৪৪৭) বিকালে ইস্ট লন্ডনের আই.ভি.ওয়াই মিলনায়তনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এক জমজমাট ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকে'র কনভেনর আবুল মুনছুর শাহজাহান। যৌত সঞ্চালনায় ছিলেন ট্রাস্টি মোঃ আলী রেজা এবং সাবেক ট্রেজারার মোঃ মাসুদুর রহমান।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডনের ডেপুটি হাই কমিশনার ড. নজরুল ইসলাম। ইফতার মাহফিলে গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ইউকেতে অবস্থানরত চট্টগ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই শতাধিক ব্যাক্তি ইফতারে অংশগ্রহন করেন।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মিলানো জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব মাওলানা জোনাইদ সোবহান এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ওমর ইসহাক চৌধুরী ও শাহিন মোস্তফিজুর রহমান। ইসলামিক নাশিদ পরিবেশন করেন ইসলামিক সঙ্গীত শিল্পী জাহেদুল আলম মাসুদ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুস্টানে পারস্পরিক সংলাপ এর মধ্যে দিয়ে আন্ত:সংগঠন সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। উপস্থিত ছিলেন কানেক্ট বাংলাদেশ গ্লোবাল, গ্রেটার ঢাকা সমিতি, বাংলাদেশ সলিসিটরস সোসাইটি, কক্সবাজার অ্যাসোসিয়েশন, সীতাকুণ্ড সমিতি, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউকে, সন্দ্বীপ সমিতি এবং চট্টগ্রাম কেন্ট সমিতি, চট্টগ্রাম ক্লাব ইউকে সহ অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও জিসিএ সদস্যবৃন্দ।

গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন, শওকত মাহমুদ টিপু, ব্যারিস্টার আবুল মুনছুর শাহজাহান, কাউন্সিলর ফিরোজ গনি, মনির মাহমুদ, মোহাম্মাদ আলী রেজা, মোঃ ইসহাক চৌধুরী, মোহাম্মদ কায়ছার, সুজন বড়ুয়া, অ্যাকাউন্টেন্ট রাজ্জাকুল হায়দার বাপ্পী, অ্যাকাউন্টেন্ট অনুপম শাহ, মোঃ মাসুদুর রহমান, শেখ নেজাম উদ্দিন, শহীদুল ইসলাম, মোঃ ইব্রাহিম জাহান, শওকত ওসমান, আসমা আক্তার, ফয়সাল আনোয়ার নদবী, মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, জাহেদুল আলম মাসুদ, পিয়াস বড়ুয়া সহ প্রমুখ ।

প্রধান অতিথি ড. নজরুল ইসলাম এর বক্তবে, পবিত্র রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকে অবস্থানরত চট্টগ্রামবাসী'র পারস্পরিক ঐক্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে সমিতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

জিসিএ ইউকে'র নেত্রবৃন্দেরা বলেন, ইউকেতে অবস্থানরত চট্টগ্রামবাসী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতেও সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জিসিএ ইউকের সভাপতি আবু মুনছুর শাহজাহান উপস্থিত আগত মেহমান ও চট্টগ্রামবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ইফতারের পূর্বে গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউকের সদস্যবৃন্দের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং দেশ, জাতি'র জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। বক্তব্য শেষে উপস্থিত সুধীবৃন্দ এক সাথে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ইফতার মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

বৃটেনের কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাতৃভাষার টানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত, মাল্টিকালচারেল ও মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদানদের অমর স্মৃতির প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শোকার্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধা" জানিয়েছে ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটি।

শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলভাবে কার্ডিফের কাউন্সিলারবৃন্দ, মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটি, ওয়েলস আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ওয়েলস কার্ডিফ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ওয়েলস রিজিওন, অর্গেনাইজেশন ফর দ্যা রেকগনিশন অফ্ বাংলা এ্যাজ এ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ্ দা ইউনাইটেড নেশনসন সাউথ ওয়েলস কমিটি সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সংগঠন, ব্যাবসায়ী, প্রতিনিধি, ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টসদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি লর্ড মেয়র কাউন্সিলার দিলওয়ার আলীর সভাপতিত্বে এবং শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারি কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় মনুমেন্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, রাজনীতিবিদ গোলাম মর্তুজা, সাংস্কৃতিক সংগঠক সৈয়দ কাহের, সাবেক ছাত্রনেতা সাজেল আহমেদ, সাংবাদিক আতিকুল ইসলাম ও মহিলা প্রতিনিধি সায়েদা আফরীন জাহান বক্তব্য রাখেন।

একুশ আমাদের অহংকার, একুশ আমাদের আত্মপরিচয়; একুশের পথ ধরে আমরা পেয়েছি লাল বৃত্ত সবুজ পতাকা বলে উল্লেখ করে ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বৃটেনে বেড়ে উঠা নব-প্রজন্মের সন্তানদেরকে বাংলা শেখানোর জন্য বাংলা স্কুলে পাঠানো ও বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ওপর জোর দেওয়ার উদ্দ্যোগ সহ বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্যাম্পেইনে সবাইকে সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানকে সফল করতে উপস্তিত সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী বলেন ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিনটি এখন আর শুধু শোক ও বেদনার দিন নয়। জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের সব ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সর্বজনীন উৎসবের দিন।

অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে একুশের চেতনাকে ধারণ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রবাসের মাটিতে মাতৃভাষার প্রতি এমন ভালোবাসা প্রমাণ করে, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি জাতির আত্মা ও ইতিহাসের ধারক। দূরদেশে থেকেও একুশের অমর বাণী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা।

আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলস ডিভিশনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গতকাল ৬ রামাদান (২৩ শে ফেব্রুয়ারী)সোমবার আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আনসার মিয়ার সঞ্চালনায় কার্ডিফের জালালীয়া মসজিদে অনুষ্টিত ইফতারপূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ক্বারি মুজাম্মিল আলী।

এতে আরোও উপস্থিত ছিলেন কার্ডিফ ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিলু মিয়া, সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম বাবু,জয়েন্ট সেক্রেটারি হাফিজ জালাল উদ্দীন,ট্রেজারার বেলাল খান, অরগানাইজিং সেক্রেটারি এমদাদ আলী, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি ফয়েজ মিয়া প্রমুখ।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার কাউন্সিলর দিলওয়ার আলী। ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ, শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, অরগানাইজিং সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেবার পরিধি বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

লন্ডন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেবার পরিধি বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার আওতায় তরুণ সমাজকে মসজিদমুখী করা, নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিউ মুসলিমদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা, বয়স্ক নারী-পুরুষের সেবা এবং রিফিউজি সার্ভিসে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের সম্মানে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ এই সহযোগিতার আহ্বান জানান। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় ইফতার-পূর্ব আলোচনায় বক্তব্য রাখেন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ এবং সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা । রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদের অন্যতম ট্রাস্টি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক। অনুষ্ঠানের শুরুতে মিশর থেকে আগত তারাবিহের ইমাম হাফিজ মুয়তাজ আল ঘানাম পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, আপাতত নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা আমাদের নেই। বর্তমানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো মসজিদের সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। তিনি জানান, পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মসজিদকে ঋণমুক্ত করতে বিশেষ ফান্ডরেইজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে বছরে ৫০০ পাউন্ড দান করে 'খাদিম' হওয়ার সুযোগ, এক হাজার পাউন্ড দান করে আল-হামরা ডোনার ওয়ালে নিজের বা প্রিয়জনের নাম সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রতিদিন ১ পাউন্ড দানের লক্ষ্যে মাসিক ন্যূনতম ৩০ পাউন্ডের স্ট্যান্ডিং অর্ডার চালু করার আহ্বান।

তিনি আরও জানান, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার ইস্ট লন্ডন মসজিদ চ্যানেল এস টিভিতে লাইভ ফান্ডরেইজিং অ্যাপিলে অংশগ্রহণ করবে । ওইদিন বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত চলমান এই ফান্ডরেইজিং অ্যাপিলে সহযোগিতার জন্য কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

ড. মুর্শেদ বলেন, কমিউনিটির সহযোগিতায় গত বছর মসজিদের সর্বশেষ সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করে মূল হল সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । বর্তমানে পুরো মসজিদে একসঙ্গে ১০ হাজারেরও বেশি মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। রমজানের প্রথম সপ্তাহে ৭০ হাজারের বেশি মানুষ এখানে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা বছরে প্রায় ১৭ লাখ মানুষের পদচারণায় মসজিদ প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, রমজানে মুসল্লিদের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও এক হাজার মানুষের ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে কমিউনিটির দানে পরিচালিত হয় । মাত্র ৩ পাউন্ড দান করে একজন রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা করা যায়, অথবা ৩,০০০ পাউন্ড দান করে একদিনে এক হাজার মানুষকে ইফতার করানোর সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা মসজিদের ট্রাস্টি, স্টাফ, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা পরামর্শের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলা এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আনসার আহমেদ উল্লাহ: গত ২ মার্চ পূর্ব লন্ডনের স্থানিয় একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে সুনামগঞ্জ জেলা এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্দোগে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জুবায়ের আহমদ হামজার সভাপতিত্বে, সাধারন সম্পাদক নুরুল হকের পরিচালনায় এবং জান্নাতুল ইসলাম বাবুলের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রয়ডনের ডেপুটি সিভিক মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক মেয়র হোমায়ুন কবির, ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রেজা ফয়সল আহমদ চৌধুরী শুয়েব, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আবাব আহমদ, সাবেক স্পিকার খালিছ উদ্দিন আহমদ, কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, আংগুর আলী, শামিম আহমদ, আজিজ চৌধুরী, ডাক্তার গিয়াশ উদ্দিন ও সাংবাদিক সৈয়দ জহরুল হক,প্রমুখ ।

বক্তাগন সংগঠনের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং সুনামগঞ্জ জেলা এডুকেশন ট্রাষ্টের উদ্যোগে নির্মানাধীন হিজলা মাষ্টার বাড়ী লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা নির্মাণে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন, পরে আজিবন সদস্যদের হাতে সম্মাননা সার্টিফিকেট তোলে দেওয়া হয়।

রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে-এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

লন্ডন, ২ মার্চ: পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে-এর উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ মার্চ রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান সংগঠনের সভাপতি ময়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকিত ফারুক সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য সংগঠনের সভাপতি, স্বাধীনতার মাসে দেশের জন্য প্রান বিসর্জনকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

রোজার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন মৌলানা সৈয়দ জামাল আহমেদ, তিনি বলেন রমজান মাসের আত্মশুদ্ধি, সংযম ও তাকওয়ার শিক্ষার মাস। রমজান কেবল রোজা রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আত্মসংযম, সহমর্মিতা, ধৈর্য ও মানবিকতার এক অনন্য প্রশিক্ষণ। এ মাসে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আরও সুদৃঢ় হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকে প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসে স্থানীয়দের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল আয়োজনের পাশাপাশি অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ করে থাকে। সংগঠনের এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ প্রবাসী সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং নতুন প্রজন্মকে সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আবু তাহের চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর সেইফার কমিউনিটি কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, আলহাজ্জ ওদুদ আলম, আলহাজ্জ আব্দুল মান্নান, সাবেক সভাপতি, আব্দুল হান্নান তরফদার, তারাউল ইসলাম ও মাকিনুর রশিদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহ চেরাগ আলী, ইকবাল হোসেন সাচ্ছু, ওয়ারিছ আলী, শাওন রহমান, জুনায়েদ মালিক শিপু, উজ্জ্বল আহমেদ, হাবিবুর রহমান হাবিব, আরমান আলী ও নেয়ামত খান, জাকির হোসেন জিতু, ময়না মিয়া ময়নুল ইসলাম বুধু, মুজিব মিয়া, তবজূ খান, দুলু চৌধুরী প্রমুখ।

ইফতার মাহফিলে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দল-মত নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বক্তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজন সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিটির সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সবশেষে দেশ-জাতির কল্যাণ, মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। ভবিষ্যতেও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শমসের নগর ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

শমসের নগর ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ।গত রোববার পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেইনের একটি রেস্টুরেন্টে শমসের নগর ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে আন্তরিক ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ইফতার পার্টি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসে বসবাসরত শমসেরনগরবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয় ।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রহিম-এর সভাপতিত্বে এবং সৈয়দ শরফুদ্দীন রোমেল-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুল হক। এছাড়াও উপস্থিত থেকে মতামত ব্যক্ত করেন- কুতুব আলি, মইনুদ্দিন দরাছত, আব্দুল হাদি, রাসেল আহমেদ, নিজাম উদ্দিন দরাছত, আলাউর রাহমান সাহিন, জাকারিয়া খান, রুহুল মুরসালিন, কুতুব উদ্দিন দরাছত, শাহরিয়ার রাজু, কবির খান, মাহবুবুর রাহমান বাবলু প্রমুখ।

বক্তারা পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রবাসে থেকেও নিজ এলাকার মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। ইফতার মাহফিলে বিলেতের ব্যস্ত জীবনের কর্মব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান আয়োজকবৃন্দ।

সভায় জানানো হয়, শমসের নগর ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে প্রতি বছর রমজান মাসে দেশের স্থানীয় অসহায় ও দুস্থ মানুষের সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। খাদ্য সহায়তা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এছাড়া সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শমসেরনগর রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকায়ন এবং শমসেরনগর এয়ারপোর্টে নিয়মিত ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বক্তারা বলেন, এ দুটি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শমসেরনগরসহ আশপাশের অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং প্রবাসীদের যাতায়াত আরও সহজতর হবে।

পরিশেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ, প্রবাসীদের সফলতা এবং শমসেরনগরের সার্বিক উন্নয়ন কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সমাপ্ত হয়।

উপ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ে নতুন সংসদ সদস্য পেল গ্রীন পার্টি

সালেহ উদ্দিন তালুকদার: গ্রেটার মানচেষ্টার এর গরটন ও ডেন্টন আসনের উপ নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক জয়ে নতুন সংসদ সদস্য পেল গ্রীন পার্টি। হান্না স্পেনসার গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর এই নির্বাচনে বৃটেনের সংসদে গ্রীনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই আসনে মূলত রিফর্ম ইউকে, লেবার দল ও গ্রীন পার্টির মধ্য প্রতিদ্বীতা হয়। রিফর্ম ইউকে তাদের ডান পক্ষ নীতির জন্য সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে ছলছে। আর এই উপ নির্বাচনে তারা সহজেই জয়ী হয় যাবে বলে ধারণা করেছিল। আর অন্য দিকে লেবার দলে অন্তকোন্দল, দলের অনেক নীতির পরিবর্তন ও মানচেষ্টার মেয়র এন্ডি বারহামকে এই আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত রাখা ইত্যাদির কারনে নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

ঐতিহাসিক এ নির্বাচনে গ্রীন, লেবার ও রিফর্ম এর আগ্রাসী প্রচারনা ছিল চোখে পড়ার মত। তারা প্রত্যেকেই জয়ের ব্যাপারে শতভাগ চেষ্টা করেছিলাম। তবে গ্রীন পার্টি জয়ের কারন তাদের দলের পরিশ্রম আর প্রচারণা পাশাপাশি অন্যান্য সমমনা দলের সহযোগিতা আর সমর্থনও কাছ করেছে বলে অনেকেই মনে করছেন। গ্রীন পার্টির এ জয়ে সংসদে তাদের আসন বৃদ্ধির সাথে সাথে আগামী স্থানীয় নির্বাচনে ফুরফুরে মেজাজে থাকবে বলেও অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক অভিমত প্রকাশ করছেন। আর এই জয়ের মাধ্যম গ্রীন প্রথমবারের মত উপ নির্বাচনে জয়ের পাশাপাশি নর্থ ওয়েস্টে দলের প্রথম সংসদ সদস্যও পেল।

আউলিয়া ফেডারেশনের উদ্যোগে মক্কা আল মুকাররমায় মত বিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার আউলিয়া ফেডারেশন, বাংলাদেশ উদ্যোগে মক্কা শহরের কুদাই আল হিজরা এলাকার দুররাত আল খাইমা হোটেলে এক মত বিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আউলিয়া ফেডারেশন বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা খাজা মঈন উদ্দিন জালালাবাদীর সভাপতিত্বে ও আউলিয়া ফেডারেশনের যুক্তরাজ্য শাখার সদস্য সচিব সলিসিটর এম ইয়াওর উদ্দিনের প্রানবন্ত পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মক্কা নগরীতে সফররত সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইব্রাহিম মৃধা, কাজী শফিকুল ইসলাম, ইমরান খান, হাফেজ ইব্রাহিম আলী চৌধুরী, মাওলানা নজরুল ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামাল মিয়া, রবিউল মৃধা, জুবায়ের আহমদ, রোমেল চৌধুরী, মারাজুল আলম, সুমন আহমদ, এইচ ফাতির আহমদ, আব্দুল খালিক, সুলাইমান মুন্সী প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন যে - সুফী দরবেশ ও ওলী আউলিয়াদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে। এ সব আউলিয়াদের জীবন ইতিহাস তুলে ধরা, আউলিয়াদের মাজারকে কেন্দ্র করে কুফরী ও শেরেকী কাজ বন্ধ করা ও ইসলামের সঠিক বানী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই গঠিত হয়েছে আউলিয়া ফেডারেশন বাংলাদেশ। এ সংগঠণের উদ্যোগে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে দুইটি সম্মেলন হয়েছে। যুক্তরাজ্য ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিটি গঠিত হচ্ছে। সভায় আলোচনাক্রমে আউলিয়া ফেডারেশন ৪১ সদস্য বিশিষ্ট মক্কা শাখা কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে রয়েছেন, আহ্বায়ক -কাজী শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক -ইমরান খান, বাবুল আহমদ, সুমন আহমদ ও মাওলানা নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব - হাফেজ ইব্রাহিম আলী চৌধুরী, অর্থ সচিব -রবিউল মৃধা। সভায় বিশ্বের মুসলিম উম্মার কল্যানের জন্য জন্য দোয়া করেন বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা খাজা মইন উদ্দিন জালাবাদী। সভায় স্থানীয় ও ওমরাহ সফরে আগত বহু লোক ইফতার মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

লন্ডনে চাঁদপুর জেলা সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

লন্ডন প্রতিনিধি: পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে লন্ডনের বেথনালগ্রীনের দেশি লাউঞ্জ রেষ্টুরেন্টে শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলা সমিতির উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান ও বিশেষ অতিথি ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া এবং মেয়র লুৎফুর রহমানের কৌশলগত উপদেষ্টা (Strategic Advisor, Ethnic Media) সাংবাদিক মুহাম্মদ জুবায়ের। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর জেলা সমিতির সভাপতি জসিম উদ্দিন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম চৌধুরী। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান, সোলাইমান প্রধান, ইমরান রহমান, স্মৃতি আজাদ, সলিসিটর কামরুজ্জামান, সোহেল আহামেদ, আশিক চৌধুরী, ফারজানা, ফজলে রাব্বি সহ সমিতির অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র লুৎফুর রহমান কমিউনিটির সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান।

রয়্যাল মিন্ট গার্ডেনস এস্টেটে নতুন প্রাণের সঞ্চারঃ শিশুদের খেলার মাঠ ও আউটডোর জিম উদ্বোধন

টাওয়ার হিলের রয়্যাল মিন্ট গার্ডেনস এস্টেটের বাসিন্দারা স্কুলের হাফ-টার্মের ছুটির দিনে এক আনন্দঘন সময় উপভোগ করেন। শিশুদের জন্য নতুন খেলার মাঠ, আউটডোর জিমের সরঞ্জাম, নতুন বসার ব্যবস্থা এবং উন্নত ল্যান্ডস্কেপিংসহ মূলধনী উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হওয়া উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিলো বিশেষ কমিউনিটি ফান ডে অনুষ্ঠানের।

২০২৪ সালের মে মাসে কাউন্সিল বাসিন্দাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এস্টেটের বাসিন্দারা জানান, তারা এলাকাটিকে আরও স্বাগতপূর্ণ ও ব্যবহারবান্ধব পরিবেশে রূপান্তর করতে চান। তাদের চাওয়ার মধ্যে ছিল শিশুদের জন্য দোলনা, স্লাইড, ক্লাইম্বিং ফ্রেমের মতো খেলার সরঞ্জাম এবং আউটডোর জিমের যন্ত্রপাতি। পাশাপাশি, নতুন স্থানটি যেন সবাই আরাম করে উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য পিকনিক বেঞ্চ ও অতিরিক্ত বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

MIMBAR
ACADEMY & CULTURAL CENTRE
Charity Reg: 1194588

MIMBAR MOSQUE & ACADEMY

LIVE FUNDRAISING APPEAL

Donation: 020 8090 1224
Studio : 020 3515 5838

9th March
20th Ramadan

LIVE
SKY CH- 780
ntv
5pm Till Fajr

MAKE MIMBAR MOSQUE
DEBT FREE £100,000
(Urgent need to repay the Debt / Qard Hasanah)

BANK DETAILS
Mimbar Foundation
Lloyds Bank
A/C No: 24967260
S/C: 30-84-12

SCAN ME

Al-Aqsa Wall	: £1000
Friends of the Mosque	: £500
Utility Bill	: £100
General Sadaqah	: £50

Please visit our website at www.mimbar.co.uk
07965 882780 | 020 8525 0944
Unit D, The Old Smokehouse, 71 Smeed Road, Bow, London, E3 2NE

দুবাগী ছাহেব বাড়িতে পবিত্র মাহে রামাদ্বানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সিলেট অফিস : সিলেটের বিয়ানীবাজারে হযরত আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ট্রাষ্টের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পবিত্র রামাদ্বান মাস উপলক্ষে তাঁর নিজ বাড়ীতে এলাকার শতাধিক গরীব ও অসহায় পরিবারের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারী বাদ জোহর, দুবাগ গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বি জনাব আব্দুল জলিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জকিগঞ্জ গাজীর মোকাম মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালিক, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দুবাগ বাজার দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আব্দুল কাদির, আরো বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ দুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা কাজী আব্দুল কাদির, দুবাগ মক্তব মসজিদের ইমাম মাওলানা মাইনুল ইসলাম, দক্ষিণ দুবাগ বায়তুল আমান জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নাজমুল ইসলাম সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দুবাগ গ্রামের গৌরব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, পীরে কামিল, হযরত আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর উছিলায় বিশ্বের আনাচে কানাচে দুবাগ গ্রামের পরিচিতি ও সুনাম অর্জন হয়েছে। দুবাগী ছাহেব শুধু মাত্র একজন বিশ্ব বিখ্যাত মুফতি, মুহাদ্দিস বা নন্দিত লেখক ছিলেন না। খেদমতে খলক বা আর্ত মানবতার সেবায় তাঁর বিশাল খেদমত ছিল।

তিনি নিজ এলাকা সহ বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে নিরবে নিভৃতে গরীব এতিম, বিধবা, প্রতিবন্ধী অসহায়দের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবামূলক কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মাসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। এতিম-অনাথদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের

সহায়তা, অসহায় মানুষকে ঘর তৈরী ও মেরামত, ঢেউটিন বিতরণ, নিরাপদ পানি পানের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, চিকিৎসা বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন দুর্য্যোগ ও আপদকালীন সময়ে অসহায় অস্বচ্ছল লোকজনকে সার্বিকভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা সহ সামাজিক সকল কর্মকান্ডে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

এছাড়া আল্লামা দুবাগী ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তিনজন সুযোগ্য ছাহেবজাদা বিদেশের মাটিতে থাকা সত্ত্বেও দেশের মানুষের কথা ভুলে যাননি। মাতৃভূমির অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের কথা বিবেচনা করে সব সময় সাহায্য সহযোগিতা করেতেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যখন মানুষ মারা যায়, তিনটি কাজ ছাড়া মানুষের আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমটি হলো অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে সাদকা করা, যে দানের সাওয়াব অবিরাম দানকারী মৃতবক্তির আমল নামায় পৌঁছবে। দ্বিতীয়টি হলো এমন জ্ঞান অর্জন করা; যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। আর তৃতীয়টি হলো এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া; যে সন্তান মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। এ হাদীসটি সর্বদিক দিয়ে আল্লামা দুবাগী সাহেব রাহিমাহুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে উপস্থিত সবাই আল্লাহর দরবারে করজোড়ে দোয়া করেন তিনি যেন ইসলামের নিবেদিত প্রাণ মনীষী হযরত আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব ক্বিবলাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন এবং তাঁর দরজা বুলন্দি করেন। এছাড়া হযরতের রেখে যাওয়া সকল খেদমত, ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে আজীবন হেফাজত রাখেন। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল মালিক।

পরে চাল, ডাল, আলু, ভোজ্য তেল, ছোলা সহ বিভিন্ন পন্যের খাদ্য ও ইফতার সামগ্রীর বিতরণ করা হয়। এসব খাদ্য সামগ্রী পেয়ে গরীব অসহায় দরিদ্র পরিবারগুলো খুবই আনন্দিত হয়েছেন।

সিলেট বিভাগে শেখ হাসিনাসহ ৫৬ জনের বিরুদ্ধে নতুন মামলা

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জে ১৮ মাস পর ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাসহ ৫৬ জনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বানিয়াচং উপজেলার আমীরখানি গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে মাহমুদুল হাসান বাদী হয়ে হবিগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর বিজ্ঞ বিচারক আব্দুল মন্নান মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৯ মার্চ আদেশের দিন ধার্য করেন।

মামলার বাদী মাহমুদুল হাসান নিজেকে ছাত্রদল কর্মী বলে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মো. আঙ্গুর আলী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আসামিরা হলেন-সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, হবিগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট আবু জাহির, হবিগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিদ খান, হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মাহবুব আলী, হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন, বানিয়াচং উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাসেম চৌধুরী, হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র আতাউর রহমান সেলিমসহ মোট ৫৬ জন।

বাদী তার মামলার বিবরণীতে উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ২৪ জুলাই শহরের আশরাফ জাহান কমপ্লেক্সের কাছে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশে আসামিরা নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে তিনি (মাহমুদুল হাসান) সহ আরও কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

কানাইঘাটের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুমিন চৌধুরী আর নেই

সিলেট অফিস : কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব আব্দুল মুমিন চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি..রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়ে ছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ৩ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্তীয় স্বজন রেখে মারা যান। রবিবার (১ মার্চ) বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়ার্ক নর্থ সোর ইউনির্ভাসিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মুমিন চৌধুরীর গ্রামের বাড়ী কানাইঘাট পৌরসভার দুর্ভপুর গ্রামে।

তার মৃত্যুতে কানাইঘাটবাসী হারালো একজন সদালাপী, ও সাদা মনের মানুষকে। প্রবাস জীবনে পরিশ্রম করে তিনি দুই হাতে অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই উপার্জনের বড় একটি অংশই ব্যয় করেছেন দেশের অসহায় ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তিনি মেয়ের বাসায় বসবাস করতেন। শুক্রবার সেহরীর পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আব্দুল মুমিন চৌধুরীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে লাইফ সার্পোটে থাকা অবস্থায় তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর সংবাদ দেশের বাড়ি কানাইঘাটে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আব্দুল মুমিন চৌধুরী নৌকা প্রতীক নিয়ে বিপুল ভোটে কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে তিনি ৬ষ্ট উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

আমিরাতে ইরানের ড্রোন হামলায় বড়লেখার সালেহ নিহত

বড়লেখা সংবাদদাতা : সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের ড্রোন হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। নিহত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম সালেহ আহমদ। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আজমান প্রদেশে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তার বাড়ি মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায়। শনিবার সন্ধ্যায় ইফতারের পর কাজে বের হলে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তার।

সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে পাল্টা হামলা চালানোর পর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের নাগরিক, একজন পাকিস্তানের ও একজন নেপালের নাগরিক। এসব হামলার ঘটনা আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫৮ জন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সালেহ আহমেদ ইফতার শেষে জরুরি খাদ্য পানীয় সরবরাহের কাজে বের হন। তার সঙ্গে আরো একজন সহকর্মী ছিলেন। হঠাৎ আকাশে আগুনের মতো উজ্জ্বল একটি বস্তু দেখা যায়। মুহূর্তেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা।

পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সালেহ আহমেদ গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল।

পরে সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠায়।

রবিবার সকালে অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। নিহত সালেহ আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে কাজ করছিলেন।

দেশে তাঁর মা, স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

সালেহ আহমেদের চাচাতো ভাই মাহবুব আলম চৌধুরী বলেন, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তবে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। তাঁর মরদেহ দ্রুত দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এদিকে আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরান থেকে ১৬৫টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫২টি ধ্বংস করা হয়েছে এবং দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে।

কবি নজরুল অডিটরিয়ামের নাম বদলে ফিরছে সাইফুর রহমানের নাম

সিলেট অফিস : বদলে যাচ্ছে সিলেটের রিকাবীবাজার এলাকার কবি নজরুল অডিটরিয়ামের নাম। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সিলেট সফরে এসে এই মিলনায়তন পরিদর্শনে গিয়ে জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মীর শাহে আলম। সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত এম. সাইফুর রহমানের নামে হচ্ছে পুনরায় এই অডিটোরিয়ামের নাম। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ হয়ে পড়া এই অডিটরিয়াম সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে অডিটরিয়াম সংস্কারে ২ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এ তথ্য জানিয়ে স্থানীয় সরকার

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এম সাইফুর রহমান অডিটরিয়াম নামেই অর্থ বরাদ্ধ দেবো। এই নামটি সামনে বড় করে লিখতে হবে। যাতে মানুষের চোখে পড়ে। এতে যদি কিছু টাকা বিশি খরচ হয় তাতেও সমস্যা নেই।

এসময় সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী জানান, বর্তমানে এই অডিটরিয়ামটি জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। এতে ঠিকমত তদারকি হচ্ছে না। তাই এটি সিটি করপোরেশনের আওয়ায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এতে সম্মতি প্রধান করেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, শুরুতে এই মিলনায়তনের নাম ছিলো সিলেট অডিটরিয়াম। গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে সংস্কার শেষে এটির নাম পরিবর্তন করে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য এম. সাইফুর রহমানের নামে রাখা হয়। গত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে সাইফুর রহমানের নাম পাল্টে রাখা হয়- কবি নজরুল অডিটরিয়াম। প্রায় ২০ বছর পর বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়ে আবারও এই অডিটরিয়ামের নাম বদলের উদ্যোগ নিয়েছে। আবার ফিরছে এম সাইফুর রহমানের নামে।

শ্রীমঙ্গলে ড্রেন খননের সময় বেরিয়ে এলো পরিত্যক্ত মর্টার শেল

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা : শ্রীমঙ্গলে ড্রেন খননের সময় বেরিয়ে এলো পরিত্যক্ত একটি মর্টার শেলের অংশ। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার সিন্দুরখান ইউনিয়নের দুর্গানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গানগর গ্রামের কৃষক শহিদ মিয়া ড্রেন (খাল) খননের কাজ করার সময় মাটির নিচে একটি লোহার দণ্ড দেখতে পান। পরে আশঙ্কা করা হয়, এটি বোমা, লাঞ্চার বা মাইন হতে পারে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শ্রীমঙ্গল সার্কেল) ওয়াহিদুজ্জামান রাজু এবং শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায়, শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশ মর্টার শেলটি উদ্ধার করেছে। যেখানে এটি পাওয়া গেছে, সেই স্থানটি ঘিরে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সিলেট বোমা নিষ্ক্রিয়করণ টিমকে জানানো হয়েছে, এবং তারা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল না আসা পর্যন্ত শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে অবস্থান করবে। এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং স্থানীয়দের ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে মৌলভীবাজার সহকারী পুলিশ সুপার (শ্রীমঙ্গল সার্কেল) ওয়াহিদুজ্জামান রাজু বলেন, "সোমবার সকালে সিন্দুরখান ইউনিয়নের দুর্গানগর এলাকার এক কৃষক ড্রেন খনন করার সময় মাটির নিচে থাকা একটি ভারী ধাতব বস্তু দেখতে পান।

পরে গ্রামের একজন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, এটি মর্টার শেলের অংশ। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি এবং সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের বোমা ডিসপোজাল ইউনিট এসে এটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASAH & ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

UK CHARITY REGISTRATION NUMBER: 1126168
This Project is run by our charity which is regulated by the People's Republic of Bangladesh NGO Affairs Bureau, (Registration Number 3052).
The Orphanage is registered and regulated by the Ministry of Social Welfare People's Republic of Bangladesh (Registration Number 1117/10).

RAMADAN 2026

LIVE FUNDRAISING APPEAL

26 Ramadan (15th March) Laylatul Qadr Night & 27 Ramadan (16th March)

বিকাল ৫:০০টা থেকে ফজর পর্যন্ত From 5.00PM till Fajr

জরুরী সাহায্যের আবেদন

on NTV Sky 780

Studio Hotline 0203 515 5838
Donation Hotline 0208 090 1224

Donation Number: 0798 335 7324

You can participate:

SEHRI AND IFTAR
1day: £1 per person
30 days £30 per person
1day for 2000 person: £2000
30 day £60,000 for 2000 person

HAFIZ SPONSOR
1year £250, 3years £750
Per **STUDENT** annual cost £ 250

MEAL for 1 student per month £30
1 COW £500, **1 GOAT** £100

FIDYA £150pp FITRAH £5

1 Set CLOTHES for Orphan £20
1set KITAB £100

Your donations and support can bring smiles to the faces of these helpless poor orphan students at Shahbag orphanage

www.shahbagjamia.net

SUPPORT PROJECT TO GENERATE PERMANENT INCOME FOR ORPHANAGE

Catel Farm £300,000
1 Cow £500, 1 Goat £100
Build 20 Shops £3000 per shop

UK Bank Details:
Shahbagh Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

Donate Generously Lillah Zakat, Sadaqah, Fidya Fitra & Mannat
এছাড়াও লিল্লাহ, জাকাত, সাদাক্বাহ, ফিদিয়া ও মান্নত সাধ্য মোতাবেক দান করতে পারেন।
You can donate monthly by Direct Debt

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা দিন

মধ্যপ্রাচ্যে এখন যুদ্ধের সীমা বেড়েই চলেছে। আমেরিকা আর ইসরাইলের আগ্রাসন বেড়েই চলেছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি ও তাঁদের স্বজনদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। আধুনিক যুদ্ধবিমান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রভিত্তিক এই যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ যেমন বিস্তৃত, আবার ঝুঁকির মাত্রাটাও অনেক বেশি। ইরানে শিক্ষার্থীসহ কয়েক শ বাংলাদেশি রয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ৫০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি কাজ করেন। গতকাল সোমবার পর্যন্ত দুজন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারকে অবশ্যই প্রবাসীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই শনিবার ইরানে যৌথভাবে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও সেনা নেতৃত্ব নিহত হন। এরপর দফায় দফায় তারা ইরানে হামলা চালায়। ইরান পাল্টা হামলা হিসেবে ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। এই হামলায় মার্কিন সেনা ও ইসরায়েলি নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নাগরিকদের হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গত বছরের জুন মাসে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দফা সংঘাতের তুলনায় এ দফার সংঘাতের ব্যাপকতা ও মাত্রিকতা যে আরও অনেক বেশি, তা প্রথম তিন দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরান হামলা চালিয়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সের চলমান সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার শঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ফলে জাতিসংঘ, ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলো এবং বড় শক্তিগুলো যদি উত্তেজনা প্রশমন ও সংঘাত বন্ধে জরুরি উদ্যোগ না নেয়, তাহলে বিশ্ব আরও বড় বিপর্যয়কর যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে।চলমান সংঘাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ইরানে ৩০০ শিক্ষার্থীসহ কয়েক শ বাংলাদেশি অবস্থান করছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তাঁরা সবাই নিরাপদে আছেন। তবে তাঁদের যাতে নিরাপদে সরিয়ে আনা যায়, সে জন্য আগেভাগেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

এবারের সংঘাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আক্রান্ত হওয়ায় বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাঝুঁকির মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে। রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের হামলায় যে তিনজন নিহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক সালেহ আহমেদ রয়েছেন। বাহরাইনে আবুল মহসিন নামের আরেক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যাতে ঝুঁকিপূর্ণ ও সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলো এড়িয়ে চলে, দূতাবাসগুলোকে নিয়মিত সেই পরামর্শ দিতে হবে। আহত ব্যক্তিরা যাতে সুচিকিৎসা পান, সেই ব্যবস্থাও নিতে হবে। সর্বোপরি দূতাবাসগুলোকে বাংলাদেশের নাগরিকদের পাশে জোরালোভাবে দাঁড়াতে হবে।মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত পরিস্থিতির কারণে তিন দিনে ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রায় ১০২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও বাংলাদেশে আসতে পারেননি কেউ। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় তাঁদের অনেকেরই বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার স্বপ্নে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

একাত্তরের মার্চের উত্তাল দিনগুলো

এ কে এম আতিকুর রহমান

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি, বাংলাদেশ এবং একাত্তরের মার্চ এক সুতায় গাঁথা হয়ে আছে। একাত্তরের সেই উত্তাল সময়টা বাঙালির জন্য একদিকে যেমন ভয়াবহরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, অন্যদিকে জীবন বাজি রেখে সেই ভয়াবহতাকে হটিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমগ্র বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল। এর আগে এই মাটি যেমন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন দেখেছে, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন দেখেছে; তেমনি একাত্তরের মার্চে বাংলার জনগণ দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার ইতিহাসটিও প্রত্যক্ষ করেছে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা আর ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের জনগণকে থামিয়ে রাখতে পারেনি, বরং তাদের ওই সব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই ত্বরান্বিত করেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, যা অবৈধ পন্থায় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার ইন্ধন জুগিয়েছে এবং পাকিস্তানকে বিভাজনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে ক্ষমতা ধরে রাখা যে নিজেদের জন্যই কতটা ক্ষতিকর, তা তখনকার পাকিস্তানি নেতাদের বোধগম্য হয়নি বা তাঁরা বুঝতে চাননি। আসলে দেশের সাধারণ মানুষ যখন জেগে ওঠে, তখন তাদের দমন করা যে সম্ভব হয় না, তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে গণনা করা শুরু করতে হলো একাত্তরের এই মার্চ মাস থেকেই।

তাইতো মার্চ আমাদের স্বাধীনতার বীরত্বগাথার অংশ হয়ে আছে। আমরা জানি, ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশ (পূর্ব ও পশ্চিম) মিলে সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৩টিসহ ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভাবতে পারেনি যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এভাবে একজোট হতে পারে। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান সরকারের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আসবে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হলো, যখন ডিসেম্বরের শেষ দিকে তিনি ঘোষণা করলেন যে সিন্ধু ও পাঞ্জাব ছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁর দল ওই দুই প্রদেশেই জয়ী হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না এই কারণে যে তারা পাকিস্তানের সংবিধান পরিবর্তন করতে চায়, যা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে, ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর মধ্যে এবং পরিশেষে শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকগুলোর সমাপ্তিতে ইয়াহিয়া খান প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের আহবান করবেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান মার্চের ৩ তারিখে ঢাকায় জাতীয় সংসদের বৈঠক আহবান করলে ভুট্টো ওই বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দেন। মূলত এসবই ছিল ইয়াহিয়া খান বা ভুট্টোর রাজনৈতিক ছলচাতুরী, যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সময় পাওয়া যায়। ইয়াহিয়া খানের ভেতরের পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিমানবন্দরে বিমানবিধ্বংসী কামানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এর কিছুদিন পর অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি করে একটি জাহাজ করাচি থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেয়। অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সভা করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে বাংলাদেশবিরোধী বিদ্বেষ ছড়াতে লাগলেন। এমনকি তিনি বললেন যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংসদ হবে একটি কসাইখানা।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সংসদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দেন। যদিও অজুহাত দেখানো হয় যে বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু মূলত তারা এসব করছিল সামরিক প্রস্তুতির জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়ার ওই ঘোষণা মেনে নিতে পারেনি, সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জনগণ মিছিল করে রাস্তায় নেমে আসে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণার দাবি জানাতে থাকে। ২ মার্চ ছাত্রলীগ ঢাকা শহরে বড় ধরনের মিছিল করে এবং বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এরই মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি তোলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কিছুই আর পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে চলছিল না। অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া সেদিনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইঙ্গিত দিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চলে।

৭ মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে জনতার সভা, সমাবেশ ও মিছিল শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ রইল না, বাংলার আনাচকানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আর ওই সব মিছিল বা মিটিংয়ে শুধু ছাত্রদেরই নয়, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ক্রমেই বেড়ে চলল। গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে এক সংগ্রামী চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা শুরু হলো। সবার মধ্যেই প্রথমে প্রতিরোধ, তারপর প্রতিশোধ এবং সব শেষে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় জেগে উঠল।

কার্যত পূর্ব পাকিস্তান নামের পাকিস্তানের এই প্রদেশে দিন দিন ইয়াহিয়া সরকারের শাসনব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়তে লাগল। ৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং অফিস-আদালতে হরতাল পালন করা শুরু হয়ে গেল। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে অস্বীকৃতি জানালে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং বহু লোক হতাহত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজে পাকিস্তানের করাচি থেকে আনা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামাতে বন্দর শ্রমিকরা প্রত্যাখ্যান করেন। ২৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং পরের দিন শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। মূলত ইয়াহিয়া খানের সামনে বিরাজমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তখন দুটি পথ খোলা ছিল-আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেওয়া অথবা সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙালিদের আন্দোলনকে প্রতিহত করা। ওই সময় ভুট্টোও ঢাকায় এলেন এবং ২৪ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। ২৫ মার্চ তাঁদের আলোচনা ব্যর্থ হলে ওই দিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ছাড়েন এবং রাতেই পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সংগ্রাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করলে আমরা শত্রুমুক্ত বাংলাদেশকে পাই।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার বাংলাদেশের, যা সবার অংশগ্রহণে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এতটা বছরেও সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সেই গুরুদায়িত্ব পালন করার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত হয়, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব যত দিন থাকবে, তত দিন তা স্বপ্নই রয়ে যাবে। দেশকে ভালোবাসলে, দেশের মানুষকে ভালোবাসলে তা অর্জন অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এই মার্চ থেকেই শুরু হোক না সেই অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তা বাস্তবায়নের যাত্রা। আমাদের নেতৃত্বের মাঝে বর্তমান প্রজন্ম হয়তো তখন মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনার অন্তত কিছুটা আলো দেখতে পাবে।

ছয় রুটে ফ্লাইট বাতিল করল বিমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা ও আকাশপথের নিরাপত্তা ঝুঁকির জেরে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ রুটে আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত নিজেদের সব ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রীয় এই সংস্থাটি। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে বিমানের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বাতিল হওয়া রুটগুলোর মধ্যে রয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, আবুধাবি, শারজা, সৌদি আরবের দাম্মাম, কাতারের দোহা এবং কুয়েত। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংস্থাটি জানিয়েছে, পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে যাত্রীদের বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর পরবর্তী শিডিউল বা সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা ও আকাশপথে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ইরান,

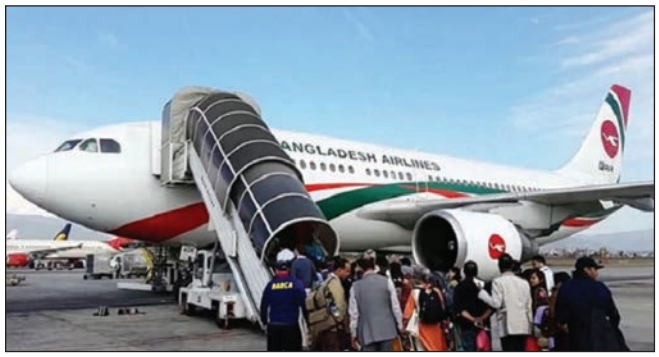

ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। আকাশপথ বন্ধ থাকার কারণে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সূচিতে বিভ্রাট দেখা গেছে।

এদিকে যুদ্ধপরিস্থিতির প্রভাবে মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের মোট ৩৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩টি, ১ মার্চ ৪০টি এবং ২ মার্চ ৪৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। সব মিলিয়ে গত কয়েক দিনে মোট ১৪৭টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটল, যার বড় একটি অংশই ছিল মধ্যপ্রাচ্যগামী।

বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আকাশপথের উত্তেজনা নিরসন ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই অনিশ্চয়তা কাটছে না। যাত্রীদের নিয়মিত বিমানের কল সেন্টার বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যমুনা ছাড়লেন ড. ইউনুস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার সরকারি বাসভবন যমুনা ত্যাগ করেছেন। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সাড়ে ৩টার দিকে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ছেড়ে গুলশানের নিজ বাসভবনে উদ্দেশে রওনা হন। এই ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জন্য প্রস্তুত করা হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেখানে উঠবেন কিনা, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীর গুলশানে নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করছেন।

ড. ইউনূসের প্রস্থান শেষে গণপূর্ত অধিদপ্তর যমুনার সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করবে। সংস্কারের পর ভবনটি প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রস্তুত রাখা হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর নিশ্চিত করেছে, চলতি মাসের মধ্যে ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ সংশ্লিষ্ট সব কাজ সম্পন্ন হবে।

গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সৃষ্ট অস্থিরতার মধ্যে দেশের দায়িত্ব নেন ড. ইউনূস। ৮ আগস্ট তাকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। সেই সময় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'যমুনা'কে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও সরকারি বাসভবন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

দীর্ঘসময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন একটি স্পর্শকাতর সময়ে যখন প্রশাসনিক পুনর্গঠন, নির্বাচন আয়োজন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা ছিল সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য পূরণ হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

নতুন সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তরের পর থেকেই ড. ইউনূস যমুনা ছাড়ার প্রস্তুতি নেন। প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার তিনি সরকারি বাসভবন খালি করেন।

জাতিসংঘের সভাপতি পদে যুক্তরাজ্যের সমর্থন চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থিতার জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে তিনি এই সমর্থন চান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ইন্দো-প্যাসিফিক মন্ত্রী সীমা মালহোত্রাকে পাঠানোর জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের প্রশংসা করেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ ঐতিহাসিক সম্পর্ক, জনগণের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি প্রবাসীদের প্রাণবন্ত অবস্থানের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন, যা দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে চলেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও হাইকমিশনার সহযোগিতার নতুন পথ অন্বেষণের বিষয়ে আলোচনা করেন, বিশেষ করে শিক্ষা, অভিবাসন, নিরাপত্তা সহযোগিতা, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের প্রতি রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে নেতৃত্বের ভূমিকা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের আসন্ন সভাপতিত্বের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতায় যুক্তরাজ্যের সমর্থন কামনা করেন।

হাইকমিশনার বাংলাদেশি প্রার্থীর যোগ্যতার বিষয়টি তাদের সদর দপ্তরে উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং আশ্বস্ত করেন যে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের প্রার্থিতাকে যথাযথ বিবেচনায় নেবে।

হাসিনাসহ ৪৯৪ জনকে অব্যাহতি দিতে চায় পুলিশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার ভাটারা থানার তিন পৃথক হত্যা মামলা থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৯৪ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

তদন্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, তিনটি হত্যা মামলাতেই 'তথ্যগত ভুল ছিল'। নিহত তিন ব্যক্তি হলেন ট্রাকচালক মো. জাহাঙ্গীর, ওয়াসার পানির লাইনের মিস্ত্রি জাকির হোসেন এবং রমজান মিয়া জীবন, যিনি পেশায় জুতা তৈরির কারখানার একজন কর্মী।

মামলার তদন্তে উঠে এসেছে, চব্বিশের জুলাইয়ে জাহাঙ্গীর, জাকির ও জীবনের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা করা হলেও অন্য তিন ব্যক্তি আরো তিনটি মামলা করেন।

পরিবারের বাইরে ওই তিন ব্যক্তির করা মামলায় দেখানো হয়েছে জাহাঙ্গীর, জাকির ও জীবনের মৃত্যুর স্থান ভাটারা; মামলাও হয়েছে ভাটারা থানায়। অথচ পরিবারের করা মামলা বলছে ভিন্ন কথা।

জাহাঙ্গীরের পরিবারের পক্ষ থেকে করা মামলায় এজাহারে বলা হয়েছে, তিনি চব্বিশের ২১ জুলাই মারা গেছেন আগারগাঁওয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটব অব নিউরো সায়েন্সেস

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ঘটনায় তার বাবা মো. বাছির শেখ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় থানায় মামলা করেন।

জাকিরের মৃত্যুর পর তার মা রোকেয়া ওরফে মিছিলি বেগম মামলা করেন কদমতলী থানায়। মামলায় বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ২১ জুলাই শনিরআখড়া থেকে কদমতলী থানার দক্ষিণ দনিয়া গোয়াল বাড়ী মোড় শাহী মসজিদের সামনে দিয়ে বাসায় যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান জাকির।

আর সরকার পতনের দিন ৫ আগস্টে গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জীবনের মাথায় গুলি লাগে। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার ২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর বিকেল ৩টার দিকে মারা যান জীবন।

এ ঘটনায় তার বাবা জামাল উদ্দিন আদালতে অভিযোগ করেন। আদালত অভিযোগটি পল্টন থানা-পুলিশকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

তিনটি হত্যা মামলায় সর্বশেষ গত ২৫ জানুয়ারি প্রতিবেদন জমার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু ওইদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা প্রতিবেদন জমা দিতে পারেননি। এজন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম প্রতিবেদন জমার জন্য পরবর্তী দিন ২ মার্চ ঠিক করেন।

লন্ডন পাঠানোর নামে প্রতারণা, সিলেটে র‍্যাবের খাঁচায় মনির

সিলেট অফিস : লন্ডন পাঠানোর নামে প্রতারণার অভিযোগে মনির আহমদ (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৯। সোমবার (২ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শাহপরাণ থানার দাসপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মনির শাহপরাণ থানাধীন পলাশ কুটির ইসলামপুর এলাকার মৃত রউফ

আহমেদের ছেলে। লন্ডন পাঠানোর নামে প্রায় ২৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়েরকৃত একটি মামলার আসামি।

জানা যায়, গোলাপগঞ্জের ঘোগারকুল গ্রামের আরিফ আহমেদ (৩০) নামের এক যুবকের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় মো. মনসুর আলী তালুকদারের। তার নিজস্ব অ্যাজেন্সি এমটি আর ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরিজমে বসে আরিফ লন্ডন যাওয়ার জন্য ২৫ লাখ টাকা দেওয়ার চুক্তি করেন। এসময় মনসুর মনির আহমদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক অবস্থায় মনির ও মনসুরকে ৩ লাখ টাকা দিবেন এবং ভিসা হওয়ার পর বাকী ২২ লাখ টাকা দেওয়া হবে। আরিফ অগ্রিম ৩ লাখ টাকা প্রদান করেন। ভিসা হওয়ার পর তাদের দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরও নগদ ১৬ লাখ টাকা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে আরও ৬ লাখ টাকা দিয়েছেন।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টার দিকে আরিফ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রবেশ করে চেকিং কাউন্টারে উপস্থিত হন এবং বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করেন। ইমিগ্রেশনের জন্য সকাল সোয়া ৭টায় ৩নং বহির্গমন টার্মিনালে পৌঁছালে কর্মকর্তা তার পাসপোর্ট ভিসা ও অন্যান্য দলিল পর্যবেক্ষণ করে জানান যে, তার পাসপোর্টের ৯নং পাতায় সংযুক্ত স্টিকার ভিসাটি জাল।

এ ঘটনায় আরিফ বাদী হয়ে ঢাকার বিমানবন্দর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে র‍্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আরিফকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয়।

তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও গণমাধ্যম কর্মকর্তা কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

সিসিক'র প্রকল্প নিয়ে যা বললেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

সিলেট অফিস : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এমপি, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জনবান্ধব সব প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত অনুমোদনের আশ্বাস দিয়েছেন। মঙ্গলবার (০৩/০৩/২০২৬) সকালে নগর ভবনে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশ্বাস দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমার মানুষের সুবিধার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। তাই প্রকল্প অবশ্যই জনবান্ধব হতে হবে। নাগরিকদের কাজে লাগে এরকম প্রকল্প অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যত দ্রুত সম্ভব অনুমোদন করব।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এমপি নবনিযুক্ত প্রশাসকের প্রশংসা করে বলেন, আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর যেমন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজের বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা। তিনি সিলেটের উন্নয়নের রূপকার, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা এম. সাইফুর রহমানর সঙ্গেও কাজ করেছেন। আশা করি তাঁর নেতৃত্বে সিলেট হবে একটি আধুনিক নগর। সিলেটের নাগরিকরা পাবেন সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি আসার পথে দেখেছি সিলেট নগর অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আশা করি আপনারা এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। সরকারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মীর শাহে আলম ছড়া, খাল খনন করে দুই পাড়ে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অধীনে সিটি ওয়াসা স্থাপন সহ বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের পরামর্শ দেন। সড়ক সংস্কার কাজে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, মানুষ বুক ভরা আশা নিয়ে আমাদেরকে ভূমিধস বিজয় উপহার দিয়েছে। তাদের প্রত্যাশা ধারণ করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।

সিলেটকে বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান দৃষ্টিনন্দন আধুনিক নগর হিসেবে গড়তে সবার সহযোগিতা চেয়ে তিনি বলেন, বাসযোগ্য আধুনিক নগর গড়তে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের যেমন সহযোগিতা প্রয়োজন তেমিন, নাগরিকদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ

প্রয়োজন। কারণ নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া কোনোভাবেই সুন্দর নগর গড়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আমি প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম আমাকে এই দায়িত্ব দিলে আপনার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়াও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা লাগবে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের বাস্তবায়ন দেখলাম। স্থানীয় প্রতিমন্ত্রী সিলেটে এসে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের দুজন মন্ত্রীও আছেন। আশা করি আমরা সবার সহযেগিতায় একটি সুন্দর নগর গড়তে পারব।

সভায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার সিটি কর্পোরেশনের চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

মতবিনিময় সভায় সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম এ মালিক, সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল, ইউরোপে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ক কামাল উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নাসের আহমেদ, সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী মো. আলী আকবর, সচিব বিশ্বজিত দেব, সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এনামুল হক সহ সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে প্রতিমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে প্রতিমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। এ সময় সিলেটের সংসদ সদস্য এম এ মালিক, সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার, প্রধান প্রকৌশলী আলী আকবর সহ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর প্রতিমন্ত্রী সিলেট সার্কিট হাউসে সিলেটের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন। পরে মীর শাহে আলম রিকাবীবাজারে এম. সাইফুর রহমান অডিটোরিয়াম, ধোপাদিঘিরপাড় ওয়াকওয়ে এবং জেল কলোনি পরিদর্শন করেন।

ছাতকে ৮০ শতাংশ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না, জনজীবন বিপর্যস্ত

ছাতক (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা : দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও তাপদাহে ছাতক উপজেলার অধিকাংশ গ্রামের টিউবওয়েলে পানি নেই। দীর্ঘ তাপদাহে মাটির নিচে পানির স্তর ২০০ থেকে ৩০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। ফলে উপজেলার ১৮ হাজার নলকূপের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার নলকূপে পানি ওঠে না। এছাড়া গ্রামে কিছু-কিছু গভীর নলকুপ (যাতাকল) গুলোও পানি শুন্যতায় পড়েছে।

স্থানীয় গ্রাম গুলেতে দেখা যায়, নারীরা কাঁধে কলস, বৃদ্ধরা লাঠি ঠেকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে পানি আনছেন। বালতি-কলস হাতে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। খাবার পানির জন্য এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরতে হচ্ছে মানুষকে। মৃতপ্রায় নদী, মরাখাল, পুকুর ভরাট জলাশয় ভরাট হওয়ায় ভূমির উপরিস্থরেও পানির কোন ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গ্রামের খোলা প্রান্তরে বসানোর বদলে সরকারি গভীর নলকূপগুলোও ব্যক্তি মালিকানাধীন আঙিনায় বসানো হয়। যা একটি পরিবারের কাজে আসছে। অভাবী পরিবারগুলো সরকারি গভীর নলকুপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারছেনা।

একাধিক গ্রামবাসীদের ভাষ্যমতে, জনস্বাস্থ্য বিভাগ নলকূপ দিয়েছে সাবেক সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের নামে। দোলারবাজার ইউনিয়নের কুর্শী গ্রামের ব্যবসায়ি সেবুল রেজা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গ্রামের মানুষ তীব্র পানি সংকটে ভুগছেন।

জাউয়াবাজার এলাকার মুলতানপুর গ্রামের ক্বারী মাওলানা জুনায়েদ আহমদ বলেন, ১৫ বছর আগে যা ৫০০ ফুটে পানি দিত, এখন ৭০০ ফুটেও পানি আসে না। দিনে ১০১২ বার চাপ দিলেও পানি ওঠে না।

ব্যবসায়ী সামছুল ইসলাম জানান, এ বছর পরিস্থিতি চরম। গ্রামের প্রায় সব টিউবওয়েল মরা। হাতে ব্যথা হয়ে গেলে ও পানি উঠে না।"

উত্তর খুরমা ইউনিয়নের গিলাছড়া গ্রামের গাড়ি চালক আরজদ আলীর কণ্ঠে অসহায়ত্ব ফুটে উঠে 'অবস্থা এমন যে পুকুরের নোংরা পানি গরম করে খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে। গদার মহল গ্রামের চমক আলী বলেন,গ্রামের মধ্যে কোন পুকুর ও নেই। যার বাড়িতে গভীর নলকূপ আছে তারা বাড়ি থেকে পানি আনতে দেয়না। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ ইছহাক আলী এসব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সরকারি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। হাতে চাপা নলকূপে বছরে শীতের তিনমাস পানি উঠছে না কারণ ভূগর্ভস্থ পানির স্থর "স্বাভাবিক মাত্রার নিচে" নেমে গেছে। তার ভাষায় যেখানে আগে ৪০০ ফুটে পানি পাওয়া যেত, সেখানে এখন ৭০০ ফুটেও নিশ্চিত নয়।

অগ্নিঝরা মার্চ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অগ্নিঝরা মার্চ বাঙালির স্বপ্নসাধ যৌক্তিক পরিণতির মাস। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক স্বপ্নসাধ পূরণ হয়। ১৯৭১ সালে এসে যে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে, যদিও তার গোড়াপত্তন হয়েছিল বহু বছর আগে। পরে '৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬৬'র শিক্ষা আন্দোলন এবং '৬৯'র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চে এসে বাঙালির সেই স্বপ্নসাধ যৌক্তিক পরিণতিকে স্পর্শ করে।

প্রতি বাঙালির হৃদয়ের গহীনে লালন করা তখনো অধরা 'স্বাধীনতা' যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। 'তুমি যে সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলে, মোর প্রাণে সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, সবখানে'- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' স্বাধীনতার অমর কাব্যের একটি পঙ্‌ক্তি বাঙালি জাতিকে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় বলীয়ান করে তোলে। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তির সংগ্রাম আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহার্ঘ স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন শুরু হয়, তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। দিন যতই গড়াচ্ছিল স্বাধীনতার প্রশ্নে মুক্তিপাগল বাঙালি জাতির আন্দোলন অগ্নিগর্ভ রূপ নিচ্ছিল। একদিকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে স্থবির গোটা বাংলা, অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা কার্ফ্যু দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারছিল না। অনেকস্থানেই অহিংস আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিতে শুরু করে।

একাত্তরের এ দিনগুলোতে মুক্তিকামী শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি ছিল বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদমুখর। পাকিস্তানি শাসকদের কার্ফু অগ্রাহ্য করে ঢাকাসহ সর্বত্র অসংখ্য মিছিল হয়েছে। সংবাদপত্রে যাতে দুর্বার আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হতে না পারে সেজন্য সামরিক জান্তা সেন্সরশীপ আরোপ করেছিল একাত্তরের এই দিনে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অহিংস অসহযোগী আন্দোলন চলছিল বাংলার সর্বত্র।

এদিকে একাত্তরের পহেলা মার্চ থেকেই পুরো বাঙালি জাতির দৃষ্টি ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দেন- সেদিকে। আর পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চণা নয়, চাই মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। এই মুক্তির প্রত্যাশ্যায় দেশের বিভিন্নস্থানে গঠিত হতে থাকে সংগ্রাম পরিষদ। গোপনে চলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। এ সব সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে যোগ দিতে থাকে মুক্তির স্বপ্নে বিভর দেশে তরতাজা বাঙালি যুবকরা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পেলেই দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে যে কোন আত্মত্যাগে প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালিরা। অগ্নিগর্ভ মার্চের বাঙালির প্রবল আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা। কীভাবে বাঙালির এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা যায় সে ব্যাপারে নীলনকশা করতে থাকে সামরিক জান্তা ও তাদের এদেশীয় দোসররা। বিশ্বের কাছে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির এই বাঁধভাঙা আন্দোলন-সংগ্রামের খবর যাতে কোনোভাবেই যেতে না পারে সেজন্য তৎপর হয়ে উঠে পাকি জেনারেলরা। শুধু সেন্সরশীপ আরোপই নয়, কোনোভাবেই যাতে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের খবর না ছাপা হয় সেজন্য প্রতিটি সংবাদপত্রের অফিসে ফোন বা স্ব-শরীরে গিয়ে হুমকি-ধমকিও দেওয়া হয়।

বাঙালি জাতির এমনই আন্দোলনের-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছিল প্রাণঘাতী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করে বীর বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিনিয়ে এনেছিল মহামূল্যবান স্বাধীনতা। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি তাই নানা কর্মসূচির মাধ্যমে স্মরণ করছে দেশমাতৃকার জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি সারা বিশ্ব

সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি জানায়, মার্কিন দূতাবাসের চত্বরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) স্টেশন লক্ষ্য করে সন্দেহভাজন ইরানি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়। প্রতিবেদনে এই হামলাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জন্য একটি 'প্রতীকী বিজয়' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হামলার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা গেছে, ড্রোন আঘাত হানার ফলে দূতাবাসের একটি ভবনের ছাদের একাংশ ধসে পড়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক অভ্যন্তরীণ সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, ধসে পড়া ভবনের অভ্যন্তর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং দূতাবাসের স্বাভাবিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। গত সোমবার সংঘটিত এই হামলার পর থেকে ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের দাবি, ইরান সরাসরি এই ড্রোন হামলা পরিচালনা করেছে। বর্তমানে দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বুধবার হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, বুধবার রাত ২টার দিকে (জিএমটি ০০:০০) তারা একঝাঁক 'অ্যাটাক ড্রোন' বা আত্মঘাতী ড্রোন দিয়ে মধ্য ইসরাইলে অবস্থিত আইএআই সদর দপ্তর লক্ষ্য করে হামলা চালায়। সংস্থাটি ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তি তৈরি করে থাকে। এছাড়া হিজবুল্লাহ আরও দাবি করেছে যে, বুধবার ভোরে তারা উত্তর ইসরাইলে অবস্থিত একটি 'ড্রোন কন্ট্রোল বেস' বা ড্রোন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, লেবানন থেকে আসা বেশ কিছু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আইএআই সদর দপ্তরে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর তারা সরাসরি নিশ্চিত করেনি। তবে যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ছবিতে স্থাপণাটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। উত্তর ইসরাইলে সাইরেন বাজানো হয়েছে এবং বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। দক্ষিণ লেবাননের হুলা সীমান্ত এলাকায় ইসরাইলি বাহিনীর ওপর বড় ধরনের হামলার দাবি করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। গোষ্ঠীটির দাবি অনুযায়ী, তাদের যোদ্ধারা সফলভাবে একটি ইসরাইলি ব্যাটল ট্যাংক লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

ইসরাইলের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম 'চ্যানেল ১২' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইসরাইল বর্তমানে হিজবুল্লাহ এবং ইরান–এই দুই দিক থেকে আসা যুগপৎ বা বহুমুখী হামলার মুখোমুখি হচ্ছে। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) দাবি করেছে, ইরান থেকে ছোড়া একটি শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র তারা মাঝআকাশে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। তবে সেই ধ্বংস করা অস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ বা শার্পনেল ইসরাইলের মধ্যাঞ্চলে আছড়ে পড়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো নিশ্চিত করেছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে বর্তমানে প্রচন্ড উত্তজনা বিরাজ করছে এবং ইসরাইলি বাহিনী তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রেখেছে। হিজবুল্লাহর এই ট্যাংক ধ্বংসের দাবি এবং ইরানের সরাসরি সংঘাতের সংকেত এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, বুধবার তেহরানের বিভিন্ন স্থান থেকে বিকট শব্দ শোনা গেছে। হামলা জোরদার করায় ইরানে হতাহতের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএনএনএ) জানিয়েছে, ইরানে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১০০ জনে। এদিকে শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের একটি জাহাজ লক্ষ্য করে সাবমেরিন থেকে হামলা চালানো হয়েছে। এতে জাহাজে থাকা ৭৮ জন আহত হয়েছেন। নিখোঁজ হয়েছেন ১০০ জন। ইরানের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল সৈন্য নামিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। ওয়াশিংটন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ হাজার সৈন্য এই অভিযানে কাজ করছে। অন্যদিকে ১ লাখ সৈন্য নামানোর কথা জানিয়েছে ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি তেহরানের সামরিক সক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে। তবে ইরানের রেভ্যুলুশনারি গার্ড কর্পস-আইআরজিসি জানিয়েছে, উন্নত অস্ত্রগুলো এখনো তাদের মজুতে রয়েছে। মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অব্যাহত রেখেছে ইরান। মঙ্গলবার দিনগত রাতে ইসরাইলের রাজধানী লক্ষ্য করে ব্যাপক ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে তেহরান। পাশাপাশি কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে দেশটি। এ ছাড়া সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর (সিআইএ) স্টেশনেও হামলা চালানো হয়। এতে সৌদি কড়া বার্তা দিয়েছে। কঠোর জবাব দেয়ার অঙ্গীকার করেছে দেশটি। দিন দিন ইরানের জন্য লড়াইটা বেশ কঠিন হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বাস্তবতাও অনেকটা তেমন। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলে জোরালো হামলার মধ্যে বুধবার ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্স। ওদিকে সাইপ্রাসে রণতরী পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য। সবমিলিয়ে আমেরিকা-ইসরাইল, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে হার না মানা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তেহরান। দেশটি কৌশলগত জলপথ হরমুজ প্রণালি নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করেছে।

রিয়াদ, দোহা ও দুবাইয়ের মার্কিন দূতাবাসে হামলা : রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলার পর কাতারকে লক্ষ্য করে ইরান দুইটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছে কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র কাতারের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিহত করেছে এবং আরেকটি ইউএস বিমান ঘাঁটি আল উবেইদ থেকে প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি, মঙ্গলবার বিকেলে দুবাইয়ে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি কনস্যুলেট ভবনে ইরান ড্রোন হামলা চালানোর পর সেখানে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়।

চার দিনে ২০০ কোটি ডলার ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্রের : ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের প্রথম চার দিনে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ হিসাব প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় ক্ষতির ঘটনা ঘটে কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে। সেখানে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি দূরপাল্লার আগাম সতর্কতামূলক রাডার ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই রাডারের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১১০ কোটি ডলার। কাতার কর্তৃপক্ষ রাডারটিতে আঘাত ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া কুয়েতে এক 'মিত্রসুলভ গোলাবর্ষণ' ঘটনার মধ্যে তিনটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়।

ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১১৪৫ : ইরানে চলমান ভয়াবহ সংঘাত ও অস্থিরতায় প্রাণহানির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৪৫ জনে। হাসপাতাল সূত্র এবং স্থানীয় উদ্ধারকারী সংস্থাগুলোর বরাত দিয়ে জানা গেছে, নিহতের তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। রাজধানী তেহরানসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেক মানুষ আটকে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক তিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত : ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার কুয়েতের আকাশে আমেরিকার তিনটি শক্তিশালী এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার ঘটনায় সরাসরি দায়ী কুয়েতি বিমান বাহিনীর একটি এফ-১৮ 'হরনেট' ফাইটার জেট। একে সামরিক ভাষায় 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার' বা ভুলবশত নিজ পক্ষের ওপর হামলা হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এই ঘটনার পরপরই ইরান দাবি করেছিল যে, তাদের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী মার্কিন এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানগুলোকে ভূপাতিত করেছে। ইরানের পক্ষ থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে দেখানো হয় যে, একটি এফ-১৫ বিমানে আগুন লেগে তা কুয়েতের আকাশে পাক খেতে খেতে নিচে পড়ে যাচ্ছে। তবে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এবং সাম্প্রতিক গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো নিশ্চিত করেছে যে, এটি ইরানের কোনো হামলা ছিল না, বরং কুয়েতি বিমান বাহিনীর একটি ভয়াবহ ভুল ছিল।

ইরান এখনও শক্তিশালী, স্বীকারোক্তি ইসরাইলের : ইসরাইলি বাহিনীর দাবি অনুযায়ী, সাম্প্রতিক অভিযানে ইরানের কয়েক ডজন মিসাইল লঞ্চার ধ্বংস করা হলেও তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সক্ষমতা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। ইসরাইলি সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফফি ডেফরিন এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন যে, যদিও তারা ইসরাইলি সীমান্তের জন্য হুমকিস্বরূপ বহু লঞ্চার গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, তবুও ইরানের হাতে এখনও 'উল্লেখযোগ্য পরিমাণে' ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ রয়েছে। ডেফরিন সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, "আমরা ক্রমাগত হামলা চালিয়ে তাদের সক্ষমতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শতভাগ অভেদ্য নয়।"

মার্কিন নৌবাহিনী পাহারা সত্তেও হরমুজ প্রণালীতে জাহাজে হামলা : মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ ও তেলবাহী ট্যাঙ্কারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রয়োজনে মার্কিন নৌবাহিনী এই পথে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে সশস্ত্র পাহারা (এসকর্ট) দেবে। ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ট্রাম্পের এ ঘোষণার পরেই ওমানের উত্তরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীতে একটি বাণিজ্যিক কন্টেইনার জাহাজে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছে, অজ্ঞাত একটি প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে আগুন ধরে যায়। ইরানে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়নি: ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে- এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনটাই জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রধান রাফায়েল গ্রোসি। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে গ্রোসি বলেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে প্রতিবেদনে আমি সবসময়ই স্পষ্ট থেকেছি। দেশটিতে পারমাণবিক বোমা তৈরির কোনো প্রমাণ না মিললেও, অস্ত্র তৈরির উপযোগী প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুত রাখা এবং আমাদের পরিদর্শকদের বাধা দেয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বাগদাদ, দুবাই ও কাতারে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা: বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্টোরিয়া ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা হয়েছে। ইরাকের বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আল-সুমারিয়া ও আল-রাশিদ নিরাপত্তা সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সোমবার বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্টোরিয়া ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে দু'টি ড্রোন হামলা চালানো হয়। ওদিকে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার দুবাই শহরের যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। পার্কিং লটে এই হামলার ফলে আগুন ধরে যায় এবং কালো ধোঁয়ার বড় বড় কুণ্ডলী আকাশে উঠতে দেখা যায়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, হামলার পর কনসুলেটের সব কর্মী নিরাপদে আছেন। একই দিন কাতারেও হামলা হয়েছে। কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরান কাতারে দু'টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে। তবে এতে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববাজারে অস্থিরতা তীব্র: ইরানকে ঘিরে যুদ্ধের প্রভাব বিশ্ববাজারে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। জ্বালানি তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় শেয়ারবাজারে বড় পতন দেখা গেছে। বিনিয়োগকারীরা মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কায় নিরাপদ বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এতে মার্কিন ডলারের দামও বেড়েছে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম প্রায় ৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। আর ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি রপ্তানি বিঘ্নিত হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি'র খবরে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ব্রেন্ট নর্থ সি ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮৫ ডলারের বেশি হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর প্রথমবার এটা সর্বোচ্চ দাম। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ইরানের ওপর হামলা এবং তার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় আঞ্চলিক জ্বালানি সরবরাহ ভয়াবহভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রণালি দিয়ে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। এখান দিয়ে কোনো জাহাজ অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান। বিশ্ববাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ নিজেদের দখলে রাখার দাবি করেছে ইরান।

মার্কিন-ইসরাইলি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা কানাডা ও স্পেনের : ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলা নিয়ে এবার কঠোর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানো এই হামলাগুলো আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে করছেন কার্নি। সিডনির লোয়ি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় কার্নি এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি সরাসরি বলেন, প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই হামলাগুলো আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তার এই মন্তব্য বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে এবং মিত্র দেশগুলোর সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে কানাডার অবস্থানের পরিবর্তনকে স্পষ্ট করে তুলছে।

এদিকে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তার সরকারের অবস্থান যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, স্পেনের জনগণ এই ভয়াবহ 'বিপর্যয়ের' বিপক্ষে। সানচেজ সতর্ক করে বলেন, ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ বিশ্বকে আরও বেশি নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোনোভাবেই একটি উন্নত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করবে না। বর্তমান সংকটকে 'মানবতার মহাবিপর্যয়ের সূচনা' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে সরকারগুলোর 'রাশিয়ান রুলেট' খেলা উচিত নয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীকে স্পেনের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি স্পেনের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তবে সানচেজ তার সিদ্ধান্তে অনড় থেকে জানিয়েছেন, স্পেনের মাটি থেকে এমন কোনো অভিযান তিনি সমর্থন করবেন না যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।

এদিকে, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎজ ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সময় ইরানের ওপর এই হামলার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাইরের দেশ থেকে সামরিক চাপ দিয়ে ইরানে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সহজ নয় এবং এতে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মের্ৎজ বলেন, "আমরা এখনও জানি না বাইরের সামরিক চাপ দিয়ে ভেতরে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে কি না। এই পরিকল্পনায় ঝুঁকি রয়েছে এবং এর ফলাফল মোকাবিলা করতেও হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে এবং একটি সুসংহত কৌশল তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে প্রতিবেশী দেশসহ সকলকে ইসরাইলের অস্তিত্ব এবং নিরাপদে বাঁচার অধিকার স্বীকার করতে হবে।"

ইরানের পাল্টা হামলায় জ্বলছে উপসাগরীয় দেশগুলো : খামেনেয়ীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ইরান ইসরাইল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে অবস্থিত ২৭টি মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ইসরাইল, দুবাই, কাতার, বাহরাইন এবং কুয়েতের বিভিন্ন মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। দুবাইয়ের বিলাসবহুল ফেয়ারমন্ট দ্য পাম হোটেলে আগুন লেগেছে এবং দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪ জন আহত হয়েছেন।

অপরদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে সারা বিশ্বের সাথে বিমান যোগাযোগ অনেকটা বিপর্যস্থ হচ্ছে। প্রতিদিন বাতিল হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন রোটের শত শত ফ্লাইট।

যে কারণে কপাল পুড়লো দুদক চেয়ারম্যানের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার। কিন্তু হঠাৎ কেন তারা সরে দাঁড়ালেন এ নিয়ে চারদিকে জমজমাট আলোচনা। অল্প সময়ে পুরো কমিশনের এমন বিদায় অনেকটা নজিরবিহীন। অনুসন্ধানে জানা গেছে,, একটি ইফতার পার্টিতে দুদক চেয়ারম্যানের যোগ দেয়ার কারণেই তাকেসহ পুরো কমিশনকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পরই দুর্নীতি দমন কমিশনে পরিবর্তনের কোনো আলোচনা ছিল না। কিন্তু ওই ইফতার পার্টি ঘিরেই দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

দুদকের বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী একান্ত সচিব ছিলেন। এ কারণে তার প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক ধরনের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ড. মোমেন সরকারের অনুমতি ছাড়াই সাবেক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানের আমন্ত্রণে ইফতার পার্টিতে যোগ দেন। মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে আয়োজিত ওই ইফতার পার্টিতে সদ্য বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ বিদায়ী অনেক উপদেষ্টা অংশ নেন। আলোচনা আছে নির্বাচন বিলম্বিত করতে যে কয়জন উপদেষ্টা চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফাওজুল কবির খান। এ প্রক্রিয়ায় জড়িত উপদেষ্টাদের গতিবিধি নিয়ে সরকারেও এক ধরনের অস্বস্তি ছিল। এমন অবস্থায় সাবেক উপদেষ্টার বাসায় এমন ইফতার পার্টি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। ওই ইফতার পার্টিতে সরকারের আরও কয়েকজন কর্মকর্তাও হাজির ছিলেন। যদিও তাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। ঘরোয়া ওই ইফতার পার্টির তথ্য ও ছবি প্রথম ফেসবুকে শেয়ার করেন বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। এরপরই এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওই ইফতার পার্টির পর পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, কমিশনকে আচমকাই সরে দাঁড়াতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী এক মাস সময় নিয়ে দায়িত্ব ছাড়ার আবেদন করেন চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা। তবে সরকারের তরফে বলা হয়, এক মাস সময় নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাৎক্ষণিক পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। তবে এক মাসের বেতনসহ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

ইফতার পার্টিতে অংশ নেয়া ছাড়াও ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে গত বছরের ৯ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসের এক অনুষ্ঠানে ড. আবদুল মোমেনের একটি বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করলে দেশে দুর্নীতি অনেকটাই কমে আসবে। নির্বাচনের আগে জামায়াত-এনসিপি জোটও এ ধরনের বক্তব্য দেয় নির্বাচনী সভা সমাবেশে। নির্বাচনের আগে দুদক চেয়ারম্যানের এই রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে তখনই প্রশ্ন উঠে বিভিন্ন মহল থেকে।

দায়িত্ব ছাড়ার পর অবশ্য ড. আবদুল মোমেন জানিয়েছেন, কোনো চাপ ছাড়াই তারা দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। ড. মোমেনসহ দুই কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহ্সান ফরিদ মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরে দুদক কার্যালয়ে ড. মোমেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের পদত্যাগের বিশেষ কোনো কারণ নেই। একটি নতুন সরকার এসেছে, সেই সরকারেরও প্রত্যাশা রয়েছে। সরকার তার সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য নিশ্চয় আমাদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য কমিশন গঠন করবেন।

উল্লেখ্য, ড. মোমেন দুদক চেয়ারম্যান হিসেবে ২০২৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর দায়িত্ব পান। তার আগ পর্যন্ত তিনি চুক্তিতে সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর আলি আকবার আজিজী ও এর তিনদিন পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. হাফিজ আহসান ফরিদ দুদকে যোগ দেন।

বিদায়ী দুদক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মোমেন একজন লেখক হিসেবেও পরিচিত। তিনি আন্দালিব রাশ্দী নামে লেখালেখি করেন।

নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যাদের নাম আলোচনায়: ওদিকে দুদকের পুরো কমিশন দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর এখন নতুন কমিশনে কারা আসছেন তা নিয়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। দুদক চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক বিচারক মোতাহার হোসেনের নাম বেশি আলোচনায়। মোতাহার হোসেন একজন সৎ এবং সাহসী বিচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের জমানায় তথাকথিত দুর্নীতির মামলার রায়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে খালাস দিয়ে দেশছাড়া হতে বাধ্য হয়েছিলেন এই বিচারক। এছাড়া সাবেক সচিব এবিএম শাহজাহানের নামও আলোচনায় আছে। কর্মজীবনে তিনিও সৎ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া কমিশনার হিসেবে আরও কয়েকজনের নাম আলোচনায় আছে।

যে প্রক্রিয়ায় কমিশন নিয়োগ: সর্বশেষ দুদক সংশোধনী আইন অনুযায়ী সরকার মনোনীত একটি বাছাই কমিটি কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নামের তালিকা প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দেবে। প্রেসিডেন্ট এই কমিটি থেকে কমিশন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনারের নাম অনুমোদন দেবেন। সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী কমিশনের সদস্য সংখ্যা ৫ জন করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন নারী সদস্য রাখার বিধান আছে। চার কমিশনারের মধ্যে প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন একজকে রাখার বিষয়ও উল্লেখ আছে।

হরমুজ প্রণালি বন্ধ, যে সংকটে পড়বে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিস্তার ঘটার পর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক অভিযান 'অপারেশন এপিক ফিউরি' এবং ইরানের পাল্টা হামলার পর পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে, আর সেই ধাক্কা এসে লেগেছে বাংলাদেশের জ্বালানি, কৃষি ও বাণিজ্য খাতে।

বিশ্লেষকদের মতে, এ পরিস্থিতি দীর্ঘ হলে শুধু তেল সংকট নয়, খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স ও মূল্যস্ফীতির ওপর একযোগে চাপ তৈরি হতে পারে। তবে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান তেলের দাম বাড়ার শঙ্কা নেই জানিয়ে বিকল্প বাজার খোঁজার বিষয়ে ভাবা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে ১ লাখ ৩৬ হাজার টন জ্বালানি তেলের মজুত রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখতে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৭টি জাহাজের এলসি সম্পন্ন হয়েছে।

ডিজেল সংকট হলে কৃষিতে বড় ধাক্কা

বাংলাদেশের অপরিশোধিত তেলের বড় অংশ আসে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে, যার পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে। সৌদি আরবের বৃহত্তম তেল টার্মিনাল রাস তানুরাতে ড্রোন হামলার পর লোডিং কার্যক্রম স্থগিত হওয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খলে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। জ্বালানি বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইস্টার্ন রিফাইনারির কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ে সময়সূচি অনিশ্চিত। বর্তমানে দেশে ডিজেলের মজুত প্রায় দুই সপ্তাহের চাহিদা মেটানোর মতো। সামনে বোরো মৌসুমে সেচের চাপ বাড়বে, এমন সময়ে ডিজেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে কৃষি উৎপাদনে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) বলছে, পরিকল্পিত আমদানি সূচি ঠিক থাকলে তাৎক্ষণিক সংকটের আশঙ্কা নেই। মার্চ-জুন সময়ে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ডিজেলের মজুত রয়েছে প্রায় ২,১৪,০৬২ টন, যা প্রায় ১৪ দিনের চাহিদা মেটাতে পারে। সামনে বোরো মৌসুমে সেচের চাপ বাড়বে। এমন সময়ে ডিজেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে কৃষি উৎপাদনে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। এছাড়া অকটেন মজুত আছে ৩৬,৬৪০ মেট্রিক টন (২৮ দিনের চাহিদা), পেট্রোল ২১,০৯২ মেট্রিক টন (১৫ দিন), জেট ফুয়েল ৬০,০২০ মেট্রিক টন (৩০ দিন), ফার্নেস অয়েল ৯৩ দিনের মজুত এবং কেরোসিন ২৪১ দিনের মজুত আছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডিজেল ও সারের ওপর একসঙ্গে চাপ তৈরি হলে বোরো উৎপাদনে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে এবং বাজারে চালের দাম বাড়তে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ঊর্ধ্বগতি

২৮ ফেব্রুয়ারির হামলার পর আন্তর্জাতিক বাজারে ইৎবহঃ ঈঁংফব-এর দাম প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৭২ ডলারের ওপরে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর অন্যান্য গ্রেডের দামও বেড়েছে। এতে আমদানিনির্ভর বাংলাদেশের জ্বালানি বিল বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্চ থেকে জুন সময়ের জন্য বড় আমদানি পরিকল্পনা থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে আমদানি ব্যয়ও বাড়বে।

বার্থ অপারেটরস, শিপহ্যান্ডলিং অপারেটরস অ্যান্ড টার্মিনাল অপারেটরস ওনারস অ্যাসোসিয়েশনের (বোটসোয়া) সভাপতি ফজলে একরাম চৌধুরী বলেন, আমরা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তায় আছি। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে আমাদের অপারেশনাল ব্যয় বেড়ে যাবে। চুক্তিতে একটা নির্দিষ্ট রেটে আমরা অপারেশন চালাই। এর মধ্যে চুক্তির পর তেলের দাম বাড়লেও আমাদের রেট সমন্বয় করা হয়নি। এখন আবার বাড়লে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে সরকার ভর্তুকি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এলএনজি ও বিদ্যুৎ খাতে শঙ্কা গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আমদানিকৃত এলএনজির বড় অংশ আসে কাতার ও ওমান থেকে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কার্গো বিলম্বিত হলে লোডশেডিং বাড়তে পারে। এতে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হরমুজ ও লোহিত সাগর অনিরাপদ হয়ে পড়ায় জাহাজগুলো এখন আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ ঘুরে চলাচল করছে। এতে যাত্রা সময় ১০ থেকে ১৫ দিন বেড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিপিং লাইনে 'ওয়ার রিস্ক সারচার্জ' আরোপ হওয়ায় কন্টেইনারপ্রতি অতিরিক্ত কয়েক হাজার ডলার গুনতে হচ্ছে।

রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে চাপ রপ্তানিনির্ভর তৈরি পোশাক খাত বলছে, বাড়তি খরচ বিদেশি ক্রেতাদের ওপর চাপানো কঠিন। ফলে মুনাফা কমছে এবং নতুন অর্ডার নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ বাংলাদেশির আয়ও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। যুদ্ধের কারণে নির্মাণ ও অবকাঠামো প্রকল্প স্থগিত হলে কর্মসংস্থান কমবে, রেমিট্যান্স কমতে পারে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে আরও চাপ তৈরি হবে।

বিশ্বের বড় অংশের ইউরিয়া সার হরমুজ রুট দিয়ে পরিবাহিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় বাড়বে। একই সময়ে ডিজেল সংকট দেখা দিলে সেচ ব্যাহত হবে-ফলে কৃষি উৎপাদনে দ্বিমুখী চাপ তৈরি হবে।

সরকার বলছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় মজুত নিশ্চিতের চেষ্টা চলছে। তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, স্বল্পমেয়াদি মজুত দিয়ে দীর্ঘ সংকট সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প জ্বালানি উৎস, সরবরাহ বৈচিত্র্য এবং কৌশলগত মজুত বাড়ানোর মতো দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ এখন জরুরি।

জুলাই সনদ ও গণভোট অধ্যাদেশ কেন অবৈধ নয়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট অধ্যাদেশ কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম শাহীনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, সংসদ সচিবালয়ের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।

রিট আবেদন-কারীদের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও সৈয়দ মামুন মাহবুব, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ও গাজী কামরুল ইসলাম প্রমুখ। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানিতে অংশ নেন।

পরে সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত ১৩ই নভেম্বর জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ কেন অবৈধ হবে না সেই মর্মে চার সপ্তাহের রুল দিয়েছেন। গণভোট অধ্যাদেশ কেন অবৈধ হবে না সেই মর্মে রুল জারি করেছেন। এর মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোট অধ্যাদেশ বিচারাধীন বিষয় হয়ে গেল। ঈদের পরে কোর্ট খুললে রুলের চূড়ান্ত শুনানি হবে।

অপরদিকে শিশির মনির জানান, সংবিধানের জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ কেন অসাংবিধানিক হবে না এটি একটি রুল। আরেকটি রুল হলো সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য যে চিঠি দেয়া হয়েছিল ওই চিঠির দ্বিতীয় অংশ সংবিধান সংশোধন সভার সদস্য হিসেবে শপথ নেয়াটা কেন অবৈধ হবে না এটি আরেকটি রুল। আরেকটি রুল হলো গণভোটের সেকশন তিনে যে চারটি প্রশ্ন দেয়া আছে সেটি কেন অবৈধ হবে না? এটি আরেকটি রুল। আর আরেকটি হলো ওই গণভোট অর্ডিন্যান্সের তফসিলের ৩০টি ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে ৩০টি সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছিল সেটিকে কেন অবৈধ করা হবে না? এটি হলো আরেকটি রুল। এই চারটি সেপারেট রুল জারি হয়েছে।

গত সোমবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ ও

গণভোট অধ্যাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দু'টি রিট আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চৌধুরী মো. রেদোয়ান-ই-খোদা রনি ও এডভোকেট গাজী মো. মাহবুব আলম। রিটকারী পক্ষের আইনজীবীরা শুনানিতে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশে সংবিধান সংস্কারের কোনো সুযোগ নেই। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সংসদে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। অন্যদিকে রিটের বিপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, গণভোট অধ্যাদেশ অসাংবিধানিক হলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

দীর্ঘ এক বছরের আলোচনা, সংলাপ ও তর্কবিতর্কের পর রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগগুলো নিয়ে জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করা হয়, যা স্বাক্ষর হয় গত বছরের ১৭ই অক্টোবর। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা নিয়ে দলগুলোর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এরপর গতবছর ১৩ই নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট আয়োজনের সময় দিয়ে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা হয়। আর গণভোট আয়োজনে জারি করা হয় গণভোট অধ্যাদেশ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশে বলা হয়, গণভোটে হ্যাঁ বিজয়ী হলে এই আদেশ জারির পর অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ীদের সমন্বয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে, যা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সব ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। সেজন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা আলাদাভাবে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবেও শপথ নেবেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ায় জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংবিধান সংস্কার পরিষদের ওপর বর্তানোর কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয় পাওয়া বিএনপি'র নির্বাচিতরা ১৭ই ফেব্রুয়ারি সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ না নিয়ে কেবল সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলে শুরুতেই জটিলতা দেখা দেয়।

কে এই আলি লারিজানি!

পোস্ট ডেস্ক : দশকের পর দশক ধরে আলি লারিজানি ছিলেন ইরানের শান্ত ও বাস্তববাদী মুখ। তিনি ১৮শ শতকের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর ওপর বই লিখেছেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ১লা মার্চ ৬৭ বছর বয়সী এই সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিবের ভাষা আমূল বদলে যায়। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে মার্কিন-ইসরাইলি বিমান হামলায় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ও আইআরজিসি কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপুর নিহত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর লারিজানি তীব্র বার্তা দেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমেরিকা ও জায়নিস্ট শাসন [ইসরাইল] ইরানি জাতির হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছে। আমরা তাদের হৃদয় জ্বালিয়ে দেব। জায়নিস্ট অপরাধী ও নির্লজ্জ আমেরিকানদের তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত করব। ইরানের সাহসী সৈনিক ও মহান জাতি নারকীয় আন্তর্জাতিক অত্যাচারীদের এমন শিক্ষা দেবে, যা তারা কখনও ভুলবে না।'

এ নিয়ে অনলাইন আল জাজিরা দীর্ঘ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে আরও বলা হয়, লারিজানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে 'ইসরাইলি ফাঁদে' পা দেয়ার অভিযোগ করেন। তিনি এখন ১৯৭৯ সালের পর ইরানের সবচেয়ে বড় সংকট মোকাবিলায় তেহরানের প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। খামেনির মৃত্যুর পর দেশ পরিচালনাকারী তিন সদস্যের অন্তর্বর্তী পরিষদের পাশাপাশি তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কথা। তাহলে কে এই ব্যক্তি, যিনি ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যে ইরানের নিরাপত্তা কৌশল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন?

'ইরানের কেনেডি'

১৯৫৮ সালের ৩রা জুন ইরাকের নাজাফে জন্ম নেয়া লারিজানি আমল শহরের এক ধনী পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। ২০০৯ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাদের পরিবারকে 'ইরানের কেনেডি' বলে আখ্যা দেয়। তার পিতা মির্জা হাশেম আমোলি ছিলেন বিশিষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিত। তার ভাইয়েরাও বিচার বিভাগ ও বিশেষজ্ঞ পরিষদসহ ইরানের প্রভাবশালী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লারিজানির ব্যক্তিগত সম্পর্কও ১৯৭৯-পরবর্তী বিপ্লবী অভিজাতদের সঙ্গে গভীর। ২০ বছর বয়সে তিনি ফারিদে মোতাহারিকে বিয়ে করেন, যিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনির ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোর্তেজা মোতাহারির কন্যা।

গণিতবিদ ও দার্শনিক

ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি লারিজানির রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ একাডেমিক পটভূমি। ১৯৭৯ সালে তিনি শরীফ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ্চাত্য দর্শনে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ইমানুয়েল কান্ট।

রাজনৈতিক উত্থান

১৯৭৯ এর বিপ্লবের পর তিনি ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি গার্ড করপসে যোগ দেন। পরে সরকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আকবর হাশেমি রাফসানজানির সময় সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন। একই সময়ে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং (আইআরআইবি)-এর প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তার কড়া নীতির কারণে সংস্কারপন্থীরা অভিযোগ করেন, তরুণদের বিদেশি গণমাধ্যমের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি টানা তিন মেয়াদে পার্লামেন্টের (মজলিস) স্পিকার ছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে বড় ভূমিকা রাখেন।

পারমাণবিক আলোচনায় ভূমিকা

২০০৫ সালে তিনি সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব ও প্রধান পারমাণবিক আলোচক নিযুক্ত হন। পরে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের নীতির সঙ্গে মতভেদে পদত্যাগ করেন। স্পিকার হিসেবে তিনি ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন পার্লামেন্টে অনুমোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০২১ ও ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলেও গার্ডিয়ান কাউন্সিল তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে। ২০২১ সালে বিশ্লেষকদের মতে, কট্টরপন্থী ইব্রাহিম রইসির পথ পরিষ্কার করতেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

যুদ্ধের মাঝেও কূটনীতি?

২০২৫ সালের আগস্টে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান তাকে আবার সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে তার অবস্থান কঠোর হয়েছে। অক্টোবর ২০২৫-এ তিনি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি বাতিল করেন বলে খবর আসে। তবুও অনেকেই তাকে বাস্তববাদী মনে করেন। কারণ তিনি অতীতে পারমাণবিক চুক্তির পক্ষে ছিলেন। সাম্প্রতিক উত্তেজনার আগে ওমানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনাতেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া বিমান হামলা কূটনৈতিক সম্ভাবনার জানালা কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। এখন লারিজানি স্পষ্ট করে বলেছেন, ইরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না। খামেনির মৃত্যুর পর ওই অঞ্চল যখন অস্থিরতার কিনারায়, লারিজানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল এমন শক্তির জবাব পাবে 'যা তারা আগে কখনও অনুভব করেনি।'

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন:

যুদ্ধই এক ধরনের ব্যবসা

পোস্ট ডেস্ক : জঙ্গলে দীর্ঘদিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকা কলম্বিয়ান ভাড়াটে সৈন্যদের কাছে সুদানের সংঘাত শুরুতে অনেক ধীর মনে হয়েছিল। আফ্রিকার এই দেশে যুদ্ধ করার জন্য নিয়োগ পাওয়া শত শত কলম্বিয়ানদের একজন কার্লোস। তিনি জানান, 'সুদানে তারা রাতে ঘুমায়-এমনকি পাহারাও দেয় না, কারণ সবাই বিছানায় চলে যায়।'

সুতরাং, যখন কার্লোস ও তার সহযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালেন, তারা অন্ধকার ভেদ করে শত্রুপক্ষের এলাকার আরো গভীরে অগ্রসর হলেন।

তিনি বলেন, 'তারপর থেকেই লড়াই বাড়তে শুরু করল-আর সঙ্গে মৃতের সংখ্যাও।'

কার্লোস এই বছরের শুরুতে সুদানে পৌঁছান। সেখানে প্রায় দুই বছর ধরে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে; যেখানে সরকারি সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস' (আরএসএফ)-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মতে, এই সংঘাত সুদানকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে নিমজ্জিত করেছে; যেখানে দেড় লাখ মানুষ নিহত হয়েছে, নারী ও শিশুদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতির ঘটনা।

প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষ এখনো এল ফাশের শহরে আটকা পড়ে আছে, যা উত্তর দারফুরের রাজধানী এবং দারফুর অঞ্চলে সেনাবাহিনীর শেষ প্রধান ঘাঁটি। শহরটি ৫০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ। সেখানে প্রায় দেড় বছর ধরে কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি এবং শিশুরা পশুখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে। সেখানেই এখন পাঠানো হয়েছে কলম্বিয়ানদের, যারা আরএসএফ-এর হয়ে লড়ছে। কার্লোসের ভাষায়, 'যুদ্ধই এক ধরনের ব্যবসা।'

ভাড়াটে সৈন্যদের এই অংশগ্রহণের খবর প্রথম প্রকাশ পায় গত বছর, যখন বোগোটাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম লা সিলা ভাসিয়া জানায় যে ৩০০-রও বেশি সাবেক কলম্বিয়ান সেনা সুদানে যুদ্ধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন-এর পর কলম্বিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নজিরবিহীনভাবে ক্ষমা চায়।

তবে কলম্বিয়ানদের ভূমিকা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, তারা সুদানি শিশু সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং দেশটির সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুত শিবির জামজামে তাদের দেখা গেছে। এপ্রিল মাসে আরএসএফ ওই শিবিরে হামলা চালিয়ে ৩০০ থেকে ১,৫০০ জনকে হত্যা করে।

জাতিসংঘ একে যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা বলে বর্ণনা করে।

দারফুরের জামজাম শিবিরের মুখপাত্র মোহাম্মদ খামিস দৌদা সুদান ট্রিবিউনকে বলেন, 'আমরা নিজের চোখে এক দ্বৈত অপরাধ দেখেছি: প্রথমে আরএসএফ আমাদের জনগণকে বাস্তুচ্যুত করেছে, এখন তাদের স্থানে বিদেশি ভাড়াটে সৈন্যরা শিবির দখল করেছে।'

কিছু কলম্বিয়ান প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন, তাদের বলা হয়েছিল তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে তেল স্থাপনায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করবেন, কিন্তু কার্লোস জানতেন যে তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন-তবে আফ্রিকার কোন দেশে, সেটা জানতেন না।

তার যাত্রা শুরু হয় বোগোটায় চিকিৎসা পরীক্ষা দিয়ে, যেখানে তিনি মাসে ২,৬০০ ডলারের চুক্তিতে সই করেন। এরপর তাকে ইউরোপ হয়ে ইথিওপিয়ায়, সেখান থেকে সোমালিয়ার বসাসো শহরে অবস্থিত এক আমিরাতি সামরিক ঘাঁটিতে নেওয়া হয়। পরে তাকে পাঠানো হয় সুদানের নিয়ালা শহরে-যা এখন কলম্বিয়ান ভাড়াটে সৈন্যদের কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাত।

কার্লোস স্বীকার করেছেন যে, তার প্রথম কাজ ছিল সুদানি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া-যাদের অধিকাংশই ছিল শিশু। তিনি বলেন, 'ক্যাম্পগুলোতে হাজার হাজার প্রশিক্ষণার্থী ছিল, কিছু প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু বেশিরভাগই শিশু-অনেক অনেক শিশু। এই শিশুরা আগে কখনও অস্ত্র ধরেনি। আমরা তাদের রাইফেল, মেশিনগান, আরপিজি ব্যবহার শেখাতাম। তারপর তাদের ফ্রন্টলাইনে পাঠানো হতো। আমরা তাদের যুদ্ধ করতে নয়, মরতে পাঠাচ্ছিলাম।'

তিনি বলেন, শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল 'ভয়ঙ্কর ও পাগলাটে' অভিজ্ঞতা, কিন্তু 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুদ্ধ এমনই।'

আন্তর্জাতিক সংকট গোষ্ঠীর কলম্বিয়া বিষয়ক সিনিয়র বিশ্লেষক এলিজাবেথ ডিকিনসন বলেন, কলম্বিয়ার আধা-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সশস্ত্র সংঘাতের ইতিহাস রয়েছে। তাদের সৈন্যরা শুধু ভালোভাবে প্রশিক্ষিতই নয়, বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাই তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে।

কলম্বিয়ান সাবেক সামরিক সদস্যরা ইরাক, আফগানিস্তান এবং বর্তমানে ইউক্রেনেও যুদ্ধ করেছেন। গত বছর নভেম্বরে কলম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, প্রায় ৫০০ নাগরিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইউক্রেনে গেছেন।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো ভাড়াটে যুদ্ধকে বর্ণনা করেছেন 'মানুষকে পণ্য বানিয়ে হত্যার ব্যবসা' হিসেবে। তিনি এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন। তবে প্রাক্তন যোদ্ধাদের অনেকেই সমাজে পুনঃএকীভূত হতে ব্যর্থ হন, আর উচ্চ আর্থিক প্রলোভনের কারণে এই ব্যবসা শিগগিরই বন্ধ হবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ডিকিনসনের মতে, যদি কেউ ১৮ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং ২০ বছর কাজ করে, তবে অবসর নেওয়ার সময় তার বয়স ৪০ বছরও হয় না। তখনও তার ১৫-২০ বছর যুদ্ধ করার মতো বয়স থাকে। কিন্তু কলম্বিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের জন্য সহায়তা কাঠামো খুবই দুর্বল, বিশেষ করে যখন অন্য সংগঠনগুলো এত বড় আর্থিক প্রস্তাব দেয়।

বিশেষজ্ঞ শন ম্যাকফেইট বলেন, বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভাড়াটে সৈন্যরা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যবসা আবার দ্রুত বাড়ছে।

তিনি বলেন, 'এটি বিশ্বের প্রাচীনতম পেশাগুলোর একটি। আমরা এক প্রকার মধ্যযুগীয় যুগে ফিরে যাচ্ছি, যেখানে অতিধনীরা নিজেরাই সুপারপাওয়ারে পরিণত হতে পারে।'

খামেনিকে হত্যা করতে ৩০টি বোমা ফেলা হয় তার কম্পাউন্ডে

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যা করতে ৩০টি বোমা ফেলা হয়েছিল তার কম্পাউন্ডে। ইকোনমিক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। ইসরাইলের যুদ্ধবিমানগুলো খামেনির কম্পাউন্ড বা বাসভবনে ৩০টি বোমা ফেলে শনিবার। এতে কম্পাউন্ডটি জ্বলেপুড়ে যায়। তারপর বিধ্বস্ত হয় ওই ভবন। খবরে বলা হয়, সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ইসরাইলি বিমানগুলো ওই কম্পাউন্ডে প্রায় ৩০টি বোমা নিক্ষেপ করে। ধারণা করা হয়, খামেনি যে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার ব্যবহার করতেন, সেটি ধ্বংস করতে একাধিক শক্তিশালী বোমা প্রয়োজন। শনিবার স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ৯টা ৪০ মিনিটে অভিযানটি পরিচালিত হয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের

মতে, এই যৌথ অভিযানটি কয়েক মাস ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খামেনির চলাফেরা নজরদারি করে এবং ইরানের শীর্ষ সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার সকালে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের তথ্য ইসরাইলি গোয়েন্দারা শনাক্ত করে ফেলে। দুই ইরানি সূত্র জানায়, হামলার কিছুক্ষণ আগে আলি শামখানি ও সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব আলি লারিজানির সঙ্গে একটি সুরক্ষিত স্থানে বৈঠক করেন খামেনি। মার্কিন সূত্রের মতে, খামেনির শীর্ষ উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই যৌথ বিমান ও নৌ অভিযান শুরু হয়। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায়, এই গোয়েন্দা তথ্য আসে সিআইএ থেকে এবং তা ইসরাইলের কাছে হস্তান্তর করা হয় হামলা পরিচালনার জন্য। একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, হামলার পরিকল্পনায় প্রথম লক্ষ্য ছিল খামেনি, যাতে আকস্মিকতার সুবিধা বজায় থাকে এবং তিনি লুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পান।

মধ্যপ্রাচ্যে কোটি প্রবাসীর চোখে শর্ষে ফুল

হামলায় হতাহতের পর শঙ্কায় রয়েছেন কোটি বাঙালি প্রবাসী। আর দেশে থাকা তাদের স্ত্রী, সন্তান কিংবা বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই-বোনও দিন পার আছেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরালের সামরিক আগ্রাসনে উত্তেজনার প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রায় প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি নারী-পুরুষ প্রবাসী কর্মী চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। চলমান পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন একাধিক অভিবাসন বিশেষজ্ঞ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল স্থগিত বা সীমিত হওয়ায় প্রবাসী কর্মী ও ওমরাযাত্রীরা মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন। অনেকেই জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরতে পারছেন না। এভিয়েশন খাতও বিপাকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রুটের ফ্লাইট স্থগিত হওয়ায় সিডিউল বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বাহরাইনের ইসা টাউন এলাকায় থাকেন প্রবাসী মো. সেলিম। সেখানে গাড়ির যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের দোকান রয়েছে তার। তিনি বলেন, আমরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালু রেখেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আগের মতো ক্রেতা নেই। বিশেষ করে আরবি (দেশটির নাগরিক) যারা, তারা খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের হচ্ছেন না। বাংলাদেশি যারা আছেন, তারা পেটের দায়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে কাজে বের হচ্ছেন। আবার অনেকে কাজও পাচ্ছেন না। এরই মধ্যে বাহরাইনে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। প্রবাসীরা চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। অবস্থাটা এমন হয়েছে, বাসায় থাকলেও ভয় লাগে, আবার বাইরে যেতেও ভয় লাগে।'

কুমিল্লা নগরের হাউজিং এলাকার আবু হানিফ থাকেন কুয়েতে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা চরম ঝুঁকিতে পড়বেন। এখানে মানুষ কাজেই বের হতে ভয় পাচ্ছেন। তিন দিনেই পরিস্থিতি আতঙ্কজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। সামনে এভাবে চলতে থাকলে প্রবাসীদের আয়ও বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। এতে চরম সমস্যায় পড়বেন দেশে থাকা প্রবাসীদের পরিবারও।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অবস্থানরত চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার মো. রায়হান বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সেনাবাহিনীর আক্রমণের সময় প্রতিটি বিস্ফোরণ এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আতঙ্কে সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে বাধ্য হই। আবুধাবির মো. খোকন জানান, মিসাইল হামলার সময় এলাকা ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে, তখন প্রথমে শুধু পরিবারের নিরাপত্তা ভাবেন তারা।

বাহরাইনে ড্রোন হামলার ধ্বংসাবশেষ প্রাণ হারানো চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের প্রবাসী আবুল মহসিন তারেক। তার পরিবারে চলছে শোকের মাতাম। একমাত্র সন্তান কলেজ ছাত্রী তামান্না কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না বাবা নেই। দুর্ঘটনার আগের দিনও ভিডিও কলে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে। বলেছিলেন, 'মা, আল্লাহর কাছে চেয়ে তোমাকে পেয়েছি। তুমি আমার অমূল্য ধন, তোমার কোনো আশা অপূর্ণ রাখব না।'-এখন কে আমাকে সেই আশার কথা বলবে, কে শুনবে সেই স্বপ্নে কথা?" এরকম অনেক স্বপ্নের কথা শুনাতে কিংবা একসাথে ঈদ পালন করতে অপেক্ষায় আছে আরও হাজারো পরিবার। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের আব্দুল কাদের নামে এক বাবা বলেন, আমার ছেলে বাহরাইনে থাকে। ঈদে বাড়ি আসার কথা। কিন্তু যুদ্ধের কারণে আসতে পারবে কি-না নিশ্চিত নয়। এছাড়া কাজে বের হওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

এদিকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ও বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দফায় দফায় উপস্থিত হয়ে বিদেশগামী কর্মী ও ওমরাযাত্রীদের খোঁজ খবর নিয়ে তাদের অনেককে উত্তরাস্থ বিভিন্ন হোটেলে রাখা ও ইফতারি ও সাহরি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বিদেশগমনেচ্ছু শত শত কর্মী নিরাশ মনে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেছে। বিদেশে কর্মরত আবার কেউ কর্মস্থল পরিবর্তন বা ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। কোথাও কোথাও নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় বাসস্থান ও কর্মপরিবেশ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের পরিবারগুলো দেশে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রতিদিন খবরের দিকে তাকিয়ে প্রিয়জনদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন তারা। এ পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় ও সমন্বিত ভূমিকা রাখার জোরালো দাবি উঠছে। বিএমইটি কর্তৃপক্ষও অঘোষিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু কার্যক্রম সীমিতকরণ করেছে। যুদ্ধাবস্থা উন্নতি হলে বহির্গমন স্বাভাবিক করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শনিবার ইরানে ইসরাইলি ও মার্কিন সামরিক হামলার পর বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত এসব ফ্লাইট বন্ধ থাকবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) জানায়, নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির কারণে ইরানে ইসরাইলের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েছে। এ অবস্থায় বাহরাইন, কুয়েত, দুবাই ও কাতারসহ কয়েকটি দেশের আকাশসীমায় ভ্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে বেবিচক। এ ছাড়া এ পরিপ্রেক্ষিতে শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সগুলোকে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট রুটে ভ্রমণের পরিকল্পনায় থাকা যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইন্স অফিস বা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের সর্বশেষ স্ট্যাটাস যাচাই ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিতে শাহজালালে ফ্লাইট বাতিল, বাসায় ফিরছে প্রবাসী ও ওমরাযাত্রীরা। যাদের ভিসার মেয়াদ শেষের পথে, তাদের মেয়াদ বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছে এয়ারলাইন্সগুলো। যাদের ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, পরে টিকিট দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশি নারী-পুরুষ কঠোর পরিশ্রম করে দেশে প্রচুর রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। প্রবাসী কর্মীরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই যেকোনো আন্তর্জাতিক সংকটে তাদের সুরক্ষা, তথ্য সহায়তা এবং প্রয়োজনে দ্রুত প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ২১ দিনে দেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ২ দশমিক ৩০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ দশমিক ৯১৩ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৬%। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জনশক্তি রফতানিতে সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করছে সউদী আরব। গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্যপ্রাচ্যের সউদী আরবেই ১ লাখ ৮ হাজার ১০১ জন নারী-পুরুষ কর্মী চাকরি লাভ করেছে। একই সময়ে সিঙ্গাপুর ও কাতারে চাকরি লাভ করেছে যথাক্রমে ৯ হাজার ৭২২ জন এবং ৯ হাজার ৬৮১ জন কর্মী। ইরানের ইসরাইলি ও মার্কিন সামরিক আগ্রাসনে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়ায় আটাবের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও আটাব সদস্য কল্যাণ ঐক্যজোটের সদস্য সচিব মোহাম্মদ জুমান চৌধুরী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যৌথভাবে হামলা চালায় মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রুটে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত হওয়ায় এভিয়েশন খাত বিপাকে। ইরান মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে। এর ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পুরো মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ সীমায় বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ থাকায় ওমরাযাত্রীসহ অভিবাসী যাত্রীরা বিপাকে পড়েছেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যগামী সকল ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে আকাশসীমা বন্ধে অভিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ মাইগ্রেন্টস ফাউন্ডেশন (বিএমএফ)-এর চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন জয় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল স্থগিত বা সীমিত হওয়ায় প্রবাসী কর্মীরা মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন। অনেকেই জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরতে পারছেন না, আবার কেউ কর্মস্থল পরিবর্তন বা ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। কোথাও কোথাও নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় বাসস্থান ও কর্মপরিবেশ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি শ্রমিকের পরিবারগুলো দেশে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। প্রতিদিন খবরের দিকে তাকিয়ে প্রিয়জনদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন তারা। এ পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় ও সমন্বিত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। জয়নাল আবেদীন জয় বলেন, প্রবাসী কর্মীরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই যেকোনো আন্তর্জাতিক সংকটে তাদের সুরক্ষা, তথ্য সহায়তা এবং প্রয়োজনে দ্রুত প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানান, যাতে নিরীহ সাধারণ মানুষ ও প্রবাসী শ্রমিকরা নিরাপদ পরিবেশে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বাংলাদেশ মাইগ্রেন্টস ফাউন্ডেশন (বিএমএফ) জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের সার্বিক পরিস্থিতি তারা নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তায় পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি এবং উদ্ভূত উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ওই অঞ্চলে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জরুরি বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্র সচিব মধ্যপ্রাচ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এ সময় তারা তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধানের সঙ্গেও টেলিফোনে আলোচনা করেন। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আকাশপথ ও আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থানের উদ্দেশে গমনরত বাংলাদেশি কর্মীদের যাতায়াত ব্যাহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, যেন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে মধ্যপ্রাচ্যে গমনেচ্ছু এবং বর্তমানে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক নাজমুল হক জানান, ইরানে ইরাইলি-মার্কিন হামলার দরুণ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ হওয়ায় বিমানের সকল ফ্লাইট স্থগিত করায় বিদেশগামী কর্মী ও ওমরাযাত্রীরা চরম ভোগান্তির কবলে পড়েন।

প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়া প্রবাসী কর্মীদের ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে একটি বিশেষ 'সেল' গঠন করেছে সরকার।

তিনি বলেন, ফ্লাইট বাতিলের কারণে অনেক প্রবাসী সময়মতো কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন না, অনেকের ভিসার মেয়াদও শেষের পথে। আমরা একটি বিশেষ সেল গঠন করেছি। যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে বা মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে, তাদের তথ্য পাওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করছি, আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবো।

আহলান সাহলান মাহে রমাদান

নিরূপণপূর্বক কেবল ভালো, ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থেকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ একনিষ্ঠভাবে পালন করার মাধ্যেই যথার্থ তাকওয়া বা পরহেজগারি নিহিত, যা মুত্তাকির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

লাওহে মাহফুজ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মানব জাতির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ চিরন্তন, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান আল কুরআন অবতীর্ণের মাস মাহে রমজান। হাজার মাসের চেয়েও অধিকতর মর্যাদা ও ফজিলতের রাত লাইলাতুল কদরের মোবারক মাস মাহে রমজান। এ মাসেই মহান রব্বুল আলামিন মানব জাতির হেদায়াতের উদ্দেশে বড় বড় আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এই রমজান মাসেই হজরত দাউদ (আ.)-এর কাছে জবুর, হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে তাওরাত, হজরত ঈসা (আ.)-এর কাছে ইনজিল ও রমজানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় রাতসমূহের মধ্যে একটি লাইলাতুল কদর রসুলে করিম (স.)-এর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়।

রমজান শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া। মূলত মহান আল্লাহর মোহাব্বতে সিয়াম ব্রতের মাধ্যমে জীবনের সব অন্যায় আচরণ, পাশবিক প্রবৃত্তি, আল্লাহর নাফরমানী, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, পাশবিক প্রবণতাকে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবিক বৃত্তির বিকাশ ও উন্মেষ সাধনই তাকওয়া। মূলত ইহসান ও তাজকিরার পবিত্র বিশুদ্ধ স্তরে উপনীত হওয়াই সিয়ামের মহান শিক্ষা। মহান রব্বুল আলামিন বলেন, 'রমজান মাস হচ্ছে এমন মাস, যে মাসে কুরআন নাজিন করা হয়েছে। আল কুরআন হচ্ছে মানব মণ্ডলীর জীবনপথের দিশা ও সুস্পষ্ট প্রামাণ্য, হিদায়াত, হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী মানদণ্ড। তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা সফররত থাকবে, সে যেন পরবর্তী কোনো সময়ে গুনে গুনে তা আদায় করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতর করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। তোমারা গণনা করে পূর্ণভাবে সিয়াম আদায় করো, আর আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিপূর্ণ জীবনের হেদায়াত দিয়েছেন, যাতে করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।' (সুরা বাকারা :১৮৫)

প্রকৃত পক্ষে সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা, বিরত করা ও বিরত রাখা। যে মুসলিম জনগোষ্ঠী সিয়ামের মাধ্যমে শুধু সুনির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত পানাহার, কামাচার হতে বিরত থাকে অথচ পরিপূর্ণ জীবনধারায় আল্লাহদ্রোহী জীবনধারা হতে বিরত থাকে না। তাদের সিয়াম সাধনা নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে রোজার মাধ্যমে মুমিনগণ স্বাস্থ্যগতভাবেও উপকৃত হন। যখন আমরা খাওয়া বন্ধ রাখি এবং খাওয়ার যন্ত্রকে বিরতি দেই, তখন দেহে সংরক্ষিত জীবনীশক্তির এক নবজীবনের উদ্ভব হয়। ডা. জুয়েলস এম ডি বলেন, 'যখন একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে, তখন দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে। খাদ্যের পরিপাক ও আত্তীকরণে যে শক্তি ব্যয় হয়, খাওয়া বন্ধ করে আমরা যদি সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত করি, তবে দেহের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ বিতাড়িত করতে পারি। পরিপাক প্রণালি যখন তার আত্মীয়করণে বিরত দেয়, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। অন্ত্রের ও পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক আবরণী খাদ্যবস্তু পরিপাকের বেলায় অনেকটা স্পঞ্জের মতো কাজ করে। অতিভোজনের ফলে দেহের স্নায়ুকোষে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে শরীরে নেমে আসে অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ ও জড়তা। সিয়াম প্রতিষেধকের কাজ করে।

প্রতিটি রোগের পেছনে কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। তবে জীবাণুবাহিত রোগগুলোর মধ্যে ব্যাক্টেরিয়াম, ভাইরাস প্রধান। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, উপবাসের ফলে অনেক জীবাণু মারা পড়ে। ডা. ডিউই বলেছেন, জীর্ণ ও ক্লিষ্ট রুগ্‌ণ মানুষটি উপোস থাকছে না, সত্যিকারভাবে উপোস থাকছে রোগটি। চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস বলেছেন, 'অসুস্থ দেহে যতই খাবার দেবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে।' গ্রাহাম বার্থলো জেনিংস প্রমুখ গবেষক বিষয়টি সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অধিক পানাহারের অন্তর প্রাণহীন হয়ে যায়। রসুল (স.) বলেন, 'অতিরিক্ত পানাহার দ্বারা অন্তরকে প্রাণহীন কোরো না। কেননা, অন্তর শস্যক্ষেত্রস্বরূপ।' খেতে অতিরিক্ত পানি দিলে খেতের উর্বরতাশক্তি বিনষ্ট হয়। ক্ষুধার সময় আত্মা নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

হরমুজ প্রণালি বন্ধ, বাড়বে তেলের দাম

গুরুত্বপূর্ণ ধমনি হিসেবে মনে করা হয়। জ্বালানি পরামর্শদাতা সংস্থা কেপলারের মতে, ২০২৫ সালে প্রতিদিন প্রায় ১৩ মিলিয়ন ব্যারেল এই প্রণালির মধ্য দিয়ে আনা-নেওয়া করা হয়, যা সমুদ্রবাহিত সব অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৩১ শতাংশ। দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রণালি বন্ধ থাকলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে। এমনকি তেল প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট সর্বশেষ ২.৬ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৮০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে যার দাম প্রায় ১০ শতাংশ বেশি বেড়েছে।

কেপলারের মতে, হরমুজ বন্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা বিশ্বব্যাপী তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এলএনজি সরবরাহকারী দেশ কাতার। এই জ্বালানি হরমুজ প্রণালি দিয়ে পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশে। সোমবার কাতারের রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এবং মেসাইদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ইরানি ড্রোন হামলার পর তারা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে।

জাপানের বহুজাতিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নোমুরি একটি নোটে লিখেছে, এশিয়ায় থাইল্যান্ড, ভারত, কোরিয়া ও ফিলিপাইন উচ্চ জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশ। এ কারণে এই দেশগুলোতে দাম বেশি বাড়ার উচ্চঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে, মালয়েশিয়া কিছুটা সুবিধা পাবে। কারণ, দেশটি জ্বালানি রপ্তানি করে।

তীব্র সংকটের মুখে দক্ষিণ এশিয়া

বিশ্লেষকরা বলেছেন, হরমুজ বন্ধের ফলে দক্ষিণ এশিয়া সবচেয়ে বেশি খারাপ পরিস্থিতির শিকার হবে। বিশেষ করে এলএনজি সরবরাহে ঘাটতি থাকলে এই অঞ্চল খুবই বিপাকে পড়ে যায়। কেপলারের তথ্য অনুসারে, পাকিস্তানের ৯৯ শতাংশই এলএনজি আমদানি করে থাকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ৭২ শতাংশ, ভারত ৫৩ শতাংশ আমদানি করে থাকে। এগুলো মূলত আসে কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

বাংলাদেশে এলএনজির সীমিত মজুত রয়েছে। পাকিস্তানেরও একই দশা। জ্বালানি অর্থনীতি ও আর্থিক বিশ্লেষণ ইনস্টিটিউটের মতে, বাংলাদেশ প্রতিদিন এক হাজার ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশি ঘাটতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

চীন সংকটে পড়লেও সামাল দিতে পারবে

হরমুজ বন্ধ হলে চীনের জ্বালানি নিরাপত্তা পরীক্ষার মধ্যে পড়বে। কিন্তু মজুত ও বিকল্প সরবরাহের মধ্যে বিকল্প পথ তাদের থাকবে। কেপলারের মতে, দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক ও ইরানের ৮০ শতাংশের বেশি তেলই চীন কেনে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রাইভেট ব্যাংক ইউবিপির মতে, চীনে এলএনজি আমদানির প্রায় ৩০ শতাংশ আসে কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। এসব জ্বালানির প্রায় ৪০ শতাংশই হরমুজ দিয়ে যায়।

কেপলারের মতে, ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত চীনের এলএনজি মজুত ৭.৬ মিলিয়ন টন, যা স্বল্পমেয়াদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। তবে হরমুজে যদি বিভ্রাট অব্যাহত থাকে, তাহলে চীনকে আটলান্টিক কার্গোর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে, যা পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলবে। এই ক্ষেত্রে এশিয়াজুড়ে দামের প্রতিযোগিতা বেড়ে যেতে পারে।

জাপান-দক্ষিণ কোরিয়াও পড়বে সংকটে

ইউবিপি অনুসারে, জাপানের মোট তেল আমদানির ৭৫ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। দক্ষিণ কোরিয়ারও প্রায় ৭০ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ করে উপসাগরীয় দেশগুলো। তবে এলএনজির জন্য এ দুই দেশের চাহিদা দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় কম। দক্ষিণ কোরিয়া এলএনজির ১৪ শতাংশ কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সংগ্রহ করে, সেখানে জাপান মাত্র ৬ শতাংশ সরবরাহ পায়। পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম কনভেরার (এপিএসি) প্রধান ম্যাক্রো এবং এফএক্স কৌশলবিদ শিয়ের লি লিম বলেছেন, হরমুজ বন্ধ হলে বড় ধাক্কা না খেলেও এ দুই দেশে দাম বাড়ার উচ্চঝুঁকি রয়েছে। কেপলারের মতে, কোরিয়ার কাছে প্রায় ৩৫ লাখ টন ও জাপানের কাছে প্রায় ৪৪ লাখ টন এলএনজি মজুত রয়েছে, যা প্রায় দুই থেকে চার সপ্তাহের স্থিতিশীল চাহিদার জন্য যথেষ্ট। দক্ষিণ কোরিয়ার নিট তেল আমদানি জিডিপির ২.৭ শতাংশ।

ভুগবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলেন, হরমুজ বন্ধ হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রথম আঘাত তাৎক্ষণিক ঘাটতির পরিবর্তে বেড়ে যেতে পারে মুদ্রাস্ফীতি। কেপলারের বিশ্লেষক বলেন, আটলান্টিক কার্গোর জন্য এশিয়া-ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কারণে স্পটনির্ভর এলএনজি ক্রেতারা উচ্চ খরচের সম্মুখীন হবেন। নোমুরার নোটে বলা হয়, থাইল্যান্ড জিডিপির ৪.৭ শতাংশ নিয়ে এশিয়ায় তাদের বৃহত্তম নিট তেল আমদানি রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ভিজিটর ভিসায় বড় ধরনের পরিবর্তন

থেকে বঞ্চিত হলে দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থা চালুর প্রথম কয়েক মাস ভ্রমণকারীরা যেন ভিসা অনুমোদনের ইমেইল বা শেয়ার কোডের স্ক্রিনশট সঙ্গে রাখেন, যাতে প্রয়োজন হলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে দেখানো যায়।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হবে : চিফ প্রসিকিউটর

জানতে চান, 'নতুন নির্বাচিত সরকার এল। আপনি নতুন চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ব্যাপারে আপনার দিক থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কি না। জবাবে আমিনুল ইসলাম বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ আইনগত ও কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হবে।'
চিফ প্রসিকিউটর বলেন, শেখ হাসিনা ভারতে আছেন বলে আমরা জানি। তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাকে ফেরত আনাটা আইনগত ব্যাপার। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
গত বছরের ১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী এক মামলার রায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ ছাড়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের একাধিক মামলা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে। ছাত্রজনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন।

চার দেশের 'স্টাডি ভিসা' বন্ধ করল যুক্তরাজ্য

নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি।
যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে বর্তমানে অভিবাসন একটি বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অভিবাসনবিরোধী অবস্থানের কারণে কট্টরপন্থী দল 'রিফর্ম ইউকে' জনমতে শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। জনরোষ প্রশমিত করা এবং রিফর্ম ইউকে-এর উত্থান ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সরকার রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া আরও কঠোর করেছে এবং অবৈধভাবে দেশে প্রবেশকারীদের বিতাড়ন কার্যক্রম দ্রুততর করেছে।
হোম অফিস আরও জানিয়েছে, ২০২৫ সালে স্টুডেন্ট ভিসাধারীদের আশ্রয়ের আবেদন ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। তবে 'স্টাডি ভিসা'য় আসা ব্যক্তিদের আবেদন এখনও মোট আবেদনের ১৩ শতাংশ। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ ধরনের আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে সরকার।

বাংলাদেশের কাছে যা চায় ইরান

বলেন, ইরান দীর্ঘ মেয়াদে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ড্রোন ও মিসাইলসহ প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি রয়েছে। আমরা অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট চাই না।
তিনি বলেন, আমরা শুধু চাই, একটি মুসলিম দেশ আক্রান্ত হলে অন্য মুসলিম দেশগুলো তার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করুক।
ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত জাহানাবাদী। তিনি বলেন, কত সংখ্যক বাংলাদেশি ইরানে আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই। তবে আমি এতটুকু জানি, তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।
রাষ্ট্রদূত বলেন, যখনই কোনো ধরনের সহযোগিতা চাওয়া হবে বা কোনো বিষয় ইরান সরকারকে জানানো হবে, অবশ্যই সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
তিনি বলেন, আমরা ইরানি বা বিদেশি- এভাবে পার্থক্য দেখি না। আমাদের দেশে বর্তমানে যারা অবস্থান করছেন, তাদের যেকোনো সমস্যায় সমাধানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সমানভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করবেন কিয়ার স্টারমার

একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সরাসরি যুক্ত হবেন না তারা।
স্টারমার বলেছেন, "আমাদের উপসাগরীয় অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্যে) বন্ধু রাষ্ট্রগুলো তাদের রক্ষায় আমাদের আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করেছে। আমাদের ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানগুলো বর্তমানে আকাশপথে যৌথ প্রতিরক্ষা অভিযানে অংশ নিচ্ছে... এবং তারা ইতিমধ্যেই ইরানের ছোড়া বেশ কিছু হামলা সফলভাবে রুখে দিয়েছে।"
"তবে এই হুমকি পুরোপুরি বন্ধ করার একমাত্র পথ হলো-মিসাইলগুলোকে সেগুলোর উৎসস্থলেই ধ্বংস করে দেওয়া। অর্থাৎ ইরানের যে গুদামে এগুলো রাখা আছে বা যে লঞ্চার দিয়ে এগুলো ছোড়া হয়, সেগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া।"
"যুক্তরাষ্ট্র 'নির্দিষ্ট এবং সীমিত প্রতিরক্ষা স্বার্থে' ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে।"
"আমরা তাদের এই অনুরোধ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ইরানকে থামানো, যেন তারা পুরো অঞ্চলে মিসাইল ছুড়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করতে না পারে, ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবন ঝুঁকিতে না ফেলে এবং এমন সব দেশে হামলা না চালায় যারা এই সংঘাতের সাথে জড়িতই নয়।

ফ্রান্সের পৌর নির্বাচনে লড়ছেন বাংলাদেশি প্রার্থীরা

রাজনৈতিক দল সমর্থিত 'ভিন্যু সলিদেয়ার এ পপুলেয়ার' প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'সাফ' সংস্থা থেকে বিনা মূল্যে কমিউনিটি সেবা দিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার প্যানেলে তিনি ডেপুটি মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবেও রয়েছেন।
নয়ন বলেন, 'বাংলাদেশিরা এখন শুধু প্রবাসী নয়। ফ্রান্সের সক্রিয় নাগরিক হিসেবে সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। স্থানীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব থাকলে শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে কমিউনিটির বাস্তব সমস্যাগুলো সরাসরি তুলে ধরা সম্ভব হবে।'
পেশায় উদ্যোক্তা আকাশ বড়ুয়া। তিনি ফ্রান্সের লা-কোরনুভ শহরে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত নাদিয়া ছাবুন প্যানেল থেকে কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন।
তিনি জানান, মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফরাসি রাজনীতিকরা ফ্রান্স ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারেন।
চাকরিজীবী আব্দুস সামাদ ইল-দু-ফ্রঁসের ভিন্যু-সুর-সেইন এলাকা থেকে লা ফ্রঁস আনসুমি সমর্থিত প্যানেলে কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচিত হলে কমিউনিটির কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং অংশীদারিমূলক রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন।
ব্যাংকার নাসির উদ্দীন ভুঁইয়া ফ্রান্সের লা-কোরনুভ এলাকায় মেয়র পদপ্রার্থী ওমারো দোকুরু প্যানেল থেকে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচন করছেন। অভিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকার প্রতিনিধি হওয়ার লক্ষ্যে তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করছেন।
ফ্রান্স জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় জুবাইদ আহমেদ ইভরী-সুর-সেইন এলাকায় ফিলিপ বয়ুসু প্যানেল থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ফ্রন্ট পপুলেয়ার দলের প্যানেলভুক্ত হয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছেন।
২০২০ সালের মিউনিসিপাল নির্বাচনে সেইন্ট-ডেনিস এলাকা থেকে প্রথমবার অংশ নিয়ে আলোচনায় আসেন সরুফ সোদিওল। এবারের নির্বাচনে তিনি বর্তমান মেয়র ম্যাতিউ হানোতিন প্যানেলভুক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
ফ্রান্সের মিউনিসিপাল নির্বাচন কাঠামো
ফ্রান্সে ২০২০ সালের মিউনিসিপাল নির্বাচনে প্রায় ৩৫ হাজার কমিউনে মেয়র পদকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০ লাখ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। চলতি বছরও ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে পৌর কাউন্সিলর নির্বাচন করবেন। পরে নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যরাই নিজেদের মধ্য থেকে মেয়র নির্বাচন করবেন। অর্থাৎ মেয়র সরাসরি জনগণের ভোটে নয় বরং কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।
প্রথম দফায় কোনো তালিকা ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেলে তারা কাউন্সিলের অর্ধেক আসন বোনাস হিসেবে পায় এবং বাকি আসন আনুপাতিক হারে বণ্টন হয়। যদি প্রথম দফায় কেউ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে দ্বিতীয় দফা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত তালিকা 'মেজরিটি বোনাস' লাভ করে।
ফ্রান্স প্রশাসনিকভাবে ১৮টি অঞ্চল (১৩টি মূল ভূখণ্ডে ও ৫টি বিদেশে), ১০১টি বিভাগ, ৩৩৩টি অ্যারোন্ডিসমেন্ট এবং ৩৪ হাজার ৮৭৫টি কমিউন নিয়ে গঠিত। রাজধানী প্যারিস অবস্থিত ইল-দু-ফ্রঁস অঞ্চলেও একই নিয়মে মিউনিসিপাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা সারা দেশে একটি অভিন্ন ও সুসংগঠিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ কেন অবৈধ নয়: হাইকোর্টের রুল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ, গণভোট অধ্যাদেশ কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রুলে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ কেন অবৈধ হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম শাহীনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, জাতীয় ঐক্যমত কমিশন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম, আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব। রিটের বিরোধিতা করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন লিপু, ব্যারিস্টার ইমরান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। তাদের সহযোগিতা করেন আইনজীবী জহিরুল ইসলাম মূসা, আইনজীবী সাদ্দাম হোসেন, আইনজীবী আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী।
এর আগে গত সোমবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ, গণভোট অধ্যাদেশ ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পৃথক রিট দায়ের করা হয়।
রিটে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ বাতিল চাওয়া হয়। এছাড়া সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ অবৈধ ঘোষণার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চৌধুরী রেদোয়ান-ই খোদা রনি ও অ্যাডভোকেট গাজী মো. মাহবুব আলম রিট দুটি দায়ের করেন।
এদিকে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জুলাই জাতীয় সনদ বাতিল ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে আরেকটি রিট দায়ের করা হয়। রিটে জুলাই জাতীয় সনদের কার্যকারিতা স্থগিত চাওয়া হয়।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইউনুছ আলী আকন্দ জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন।রিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, জাতীয় ঐক্যমত কমিশন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়েছে।

খুলনায় শ্রমিক দল নেতাকে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : খুলনায় দুর্বৃত্তরা মাসুম বিল্লাহ (৪০) নামে একজন শ্রমিক দল নেতাকে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। বুধবার (৪ মার্চ) রাত ৯টার দিকে নগরীর প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ের বাটার দোকানের সামনে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। হত্যাকাণ্ডের সত্যতা নিশ্চত করেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) তাজুল ইসলাম।
নিহত মাসুম বিল্লাহ রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দীন মুন্সীর ছেলে ও নৈহাটি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ওরফে মিনা কামালের ছোট ভাই। তিনি রূপসা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এবং উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক আহ্বায়ক। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অশোক ঘোষ নামে এক সন্ত্রাসীকে বিদেশি পিস্তলসহ পুলিশ আটক করেছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, রাত ৯টার দিকে নগরীর প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ে মাসুম বিল্লাহ অবস্থানকালে ৫ জন দুর্বৃত্ত তার ওপর গুলি চালায়। গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় তার ডান পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। তবে স্থানীয় জনতা ও পুলিশ অশোক ঘোষ নামে একজনকে বিদেশি পিস্তলসহ আটক করতে সক্ষম হয়। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
এদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাসুম বিল্লাহকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল নগরীর প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনসহ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, আটক অশোক ঘোষ পুলিশের তালিকাভুক্ত গ্রেনেড বাবু গ্রুপের সদস্য। কী কারণে মাসুম বিল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে তা উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, নিহত মাসুম বিল্লাহর বড়ভাই রূপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শীর্ষ সন্ত্রাসী মোস্তফা কামাল ওরফে মিনা কামাল ২০২০ সালের ৩০ জুলাই র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।

HOME TUITION
Are you worried about Maths, Science and English?
No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.
- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.
Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .
Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

বরকতময় সাহরি ও রমজানের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

অতীব মর্যাদাপূর্ণ মাস হলো রমজানুল মোবারক। দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে রমজানের রোজা ফরজ হয়। রমজান আল্লাহ তাআলার অবারিত রহমত, মাগফিরাত ও করুণা লাভের মাস। রমজানের রোজা আত্মার পরিশুদ্ধি ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে শক্তি সঞ্চার করে।

এ মাসেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ। রমজানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে তারাবির নামাজ, শেষ রাতের সাহরির প্রস্তুতি ও সন্ধ্যায় ইফতারিসহ নানা আয়োজনে সাড়া জেগে ওঠে।

১. সাহরির পরিচয় সাহরি আরবি শব্দ।

এটি 'সাহর' বা 'সুহুর' থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাতের শেষাংশ বা ভোররাত। সাহরি অর্থ শেষ রাতের বা ভোররাতের খাবার। রাতের শেষ ভাগে যা খাওয়া হয় বা পান করা হয়।

ইসলামের পরিভাষায় সিয়াম পালন করার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে পানাহার করাকে সাহরি বলা হয়।

রোজাদারের জন্য সাহরি খাওয়া সুন্নাত। সাহরিতে রয়েছে বরকত ও কল্যাণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা সাহরি খাও। কেননা সাহরিতে বরকত রয়েছে।

' (বুখারি, হাদিস : ১৮০১)

পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠী তথা ইহুদি-খ্রিস্টানরাও রোজা পালন করত, কিন্তু তাদের জন্য ভোররাতে সাহরির বিধান ছিল না। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) ভোররাতে সাহরি খাওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমাদের রোজা আর আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া আর না খাওয়া।' (মুসলিম, হাদিস : ১০৯৬)

২. সাহরির সময়

সাহরি শুরু হওয়ার সময়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। নিশি রাতের পর থেকে সুবহে সাদেক তথা ফজর ওয়াক্তের পূর্বের সময়টাকে সাহরি বলা হয়। মোল্লা আলী কারি (রহ.) বলেন, 'অর্ধ রাত্রি থেকে সাহরির সময় শুরু হয়ে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।' (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৪১৬)

আল্লামা জামাখশারি ও ফকিহ আবুল লাঈস সমরকন্দি (রহ.) বলেন, সাহরির সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। সাহরির শেষ সময়ের ব্যাপারে সবাই একমত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে উষার সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে প্রকাশ না হয়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

৩. শেষ সময়ে সাহরি খাওয়া উত্তম

আল্লাহ তাআলা আমাদের রোজার নিয়ামত দান করেছেন আর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাহরির নির্দেশ দিয়ে সেটিকে কল্যাণময় ও শক্তিবর্ধনকারী খাবার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা সাহরি খাওয়ার মাধ্যমে দিনে রোজা রাখার জন্য এবং দিনে বিশ্রামের মাধ্যমে রাতে নামাজ পড়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ করো।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৬৯৩)

শেষ সময়ের দিকে সাহরি খাওয়া উত্তম। প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমরা নবীরা এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করব এবং শেষ ওয়াক্তে সাহরি গ্রহণ করব। (আল মুজামুল আওসাত, তবারানি, হাদিস : ১৮৮৪)

৪. বরকতময় সাহরি

যারা সাহরি গ্রহণ করে তাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হয় এবং তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হন। সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বরকত তিনটি জিনিসে নিহিত রয়েছে-জামাতে নামাজ আদায়, সারিদ (ঝোলে ভেজা রুটির থালা) এবং সাহরি। (তাবারানি) অপর হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাহরি খাওয়াতে বরকত রয়েছে। অতএব তোমরা তা ছেড়ো না; এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরি গ্রহণ করো। কেননা যারা সাহরি খায় আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১০৮৬, ১১৩৯৬)

সাহরির বরকত সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, সাহরির বরকত বিভিন্নভাবে অর্জিত হয়। যেমন-এতে রয়েছে সুন্নাতের অনুসরণ, আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ও ইহুদি) থেকে বিরোধিতা, ইবাদতে তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন, শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষুধার কারণে যে খারাপ মেজাজ তৈরি হতে পারে তা দূর করা, প্রার্থনাকারীকে দান-সদকা করতে বা তাদের সঙ্গে একত্র হতে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করা, এমন সময়ে মানুষকে আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং দোয়া করতে উৎসাহিত করা যখন দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং ঘুমের আগে ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রোজার নিয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (ফাতহুল বারি ৪/১৪০)

৫. সাহরির মাহাত্ম্য

সাহরির সময় আরামের ঘুম বর্জন করে জাগ্রত হওয়া প্রকৃতপক্ষে ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়াকে নির্দেশ করে। এতে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার কারণে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সৌভাগ্য লাভ হয়। সাহরির সময় জাগ্রত হওয়া এক প্রকারের মুজাহাদা বা সাধনার বিষয়ও বটে। যারা এই বরকতময় সময়ে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে থাকেন এবং ইস্তিগফার করেন, আল্লাহ তাঁদের স্বীয় ভালোবাসায় ধন্য করেন।

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের প্রিয় বান্দা সম্পর্কে বলেন, তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, আজ্ঞাবহ, (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৭)

আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দাদের প্রশংসায় আরো বলেন, তারা (ঈমানদাররা) রাতের শেষ অংশে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করে থাকে। (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ১৮)

রাতের শেষ অংশে যেকোনো দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মহামহিম আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন। কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা দেব। কে আছে এমন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৪৫, ৬৩২১)

রোজা দেহকে সংযত করে, কোরআন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে

মুফতি সাইফুল ইসলাম

পবিত্র কোরআন শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; এটি মুমিনের জীবনবিধান, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির পথনির্দেশ। কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু বোঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিলাওয়াতের মাধ্যমেও বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। মহান আল্লাহ নিজেই এ কিতাবকে করেছেন বরকতময়, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন-কোরআনের প্রতিটি অক্ষরই সওয়াবের ভাণ্ডার। এই প্রেক্ষাপটেই সাহাবায়ে কেরাম কোরআন তিলাওয়াতকে শুধু ইবাদত নয়, বরং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

َلاَق ،دوُعْسَم َنْب ِهَّللا َدْبَع ْنَع
ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق
ْنِم اًفْرَح َأَرَق ْنَم " ملسو
ٌةَنَسَح ِهِب ُهَلَف ِهَّللا ِباَتِك
ُلوُقَأ َال اَهِلاَثْمَأ ِرْشَعِب ُةَنَسَحْلاَو
ٌمَالَو ٌفْرَح ٌفِلَأ ْنِكَلَو ٌفْرَح مل
ٌفْرَح ٌميِمَو ٌفْرَح "

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসংলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব আছে। আর সাওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

(তিরমিজি, হাদিস : ২৯১০)

এই হাদিস আমাদের সামনে কোরআনের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের এক বিস্ময়কর দিক উন্মোচন করে।

এখানে শুধু অর্থ বোঝার কথা নয়, বরং উচ্চারণের প্রতিটি অক্ষরেও রয়েছে সওয়াব। অর্থাৎ কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, ততই সওয়াবের দরজা উন্মুক্ত হবে। এমনকি যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে শিখছে, তারও প্রতিটি হরফ মূল্যবান। আলিফ আলাদা, লাম আলাদা, মীম আলাদা-এভাবে প্রতিটি ধ্বনি আল্লাহর কাছে গুণিতক পুরস্কারের কারণ।

এই শিক্ষার সঙ্গে রমজানুল মোবারকের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। রমজান হলো সেই মাস, যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে- "শাহরু রামাদানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)। তাই রমজান মূলত কোরআনের মাস। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন রমজানে কোরআন তিলাওয়াতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কেউ কেউ একাধিকবার খতম দিতেন।

কারণ তারা জানতেন, এই মাসে নেক আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়। তখন একটি হরফের দশ গুণ সওয়াব আরও অধিক বরকতময় হয়ে ওঠে।

রমজান মানুষকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে, আর কোরআন সেই তাকওয়ার দিশারি। রোজা দেহকে সংযত করে, কোরআন আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। রোজা মানুষকে আল্লাহর ভয় শেখায়, আর কোরআন তাকে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই রমজান ও কোরআন একে অপরের পরিপূরক-একটি প্রস্তুতি, অন্যটি প্রেরণা; একটি সংযম, অন্যটি আলোকিত দিকনির্দেশ।

এই হাদিস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বড় আলেম হওয়া শর্ত নয়। আন্তরিকতা নিয়ে একটি অক্ষর পড়লেও তা আল্লাহর কাছে মূল্যবান। বিশেষ করে রমজান মাসে কোরআন তিলাওয়াতকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানানোই হতে পারে আমাদের আত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কারণ এই মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে, আর এই কোরআনের প্রতিটি হরফই মুমিনের জন্য নাজাতের সোপান।

দাজ্জাল থেকে বাঁচতে মহানবী (সা.) যে দোয়া পড়তে বলেছেন

কিয়ামতের আগে মানুষ যেসব ভয়াবহ বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে দাজ্জালের ফেতনা এর মধ্যে অন্যতম। মহানবী (সা.) সব সময় দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নিম্নের দোয়া করতেন।

ِباَذَع ْنِم َكِب ُذوُعَأ يِّنِإ َّمُهَّللَا
ْنِم َو ،ِرْبَقْلا ِباَذَع ْنِمَو ،َمَّنَهَج
ْنِمَو ،ِتاَمَمْلاَو اَيْحَمْلا ِةَنْتِف
ِلاَّجَّدلا ِحيِسَمْلا ِةَنْتِف ِّرَش

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আজাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন (নামাজের বৈঠকে) তাশাহুদদু পাঠ করবে তখন যেন চার বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়ে বলবে ...।

(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৮৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) উল্লিখিত দোয়া পাঠ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭৭)

তা ছাড়া দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে বাঁচতে পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফের শুরুর ১০ আয়াত মুখস্থের কথাও হাদিসে এসেছে।

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শুরুর ১০ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮০৯)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৬.০৩.২৬ শুক্রবার	5:15	6:32	01:00	3:56	5:53	8:00
০৭.০৩.২৬ শনিবার	5:13	6:30	12:45	3:58	5:54	8:00
০৮.০৩.২৬ রবিবার	5:11	6:28	12:45	3:59	5:56	8:00
০৯.০৩.২৬ সোমবার	5:08	6:25	12:45	4:01	5:58	8:15
১০.০৩.২৬ মঙ্গলবার	5:06	6:23	12:45	4:02	6:00	8:15
১১.০৩.২৬ বুধবার	5:04	6:21	12:45	4:04	6:01	8:15
১২.০৩.২৬ বৃহস্পতিবার	5:02	6:19	12:45	4:05	6:03	8:15

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বকাপে ব্যর্থ পাকিস্তান দলকে জরিমানা পিসিবি'র

পোস্ট ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আশানুরূপ পারফর্মেন্স উপহার দিতে পারেনি পাকিস্তান দল। এ জন্য দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি করে জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দেশটির গণমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এমন তথ্য জানিয়েছে। গণমাধ্যমটিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে হারের পরই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পিসিবি থেকে খেলোয়াড়দের স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে শুধু পারফর্মেন্সের ভিত্তিতেই আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। পুরো দল মিলে নয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই এই জরিমানাস্বরূপ ৫০ লাখ করে রুপি দিতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ২১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা।

প্রতিবেদনে এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানায়, পিসিবি বলেছে যে, খেলোয়াড়রা যদি ভালো পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কার পান, তবে বাজে পারফরম্যান্সের জন্যও পরে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে খাদের কিনারায় চলে যায় দলটি। শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শুধু জিতলেই হতো না, ব্যবধান লাগতো অনেক। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিতে ৫ রানের জয়ে সেমিফাইনালের সেই সমীকরণ মেলাতে পারেনি 'মেন ইন গ্রিন'রা। টুর্নামেন্টের মাঝপথ থেকেই দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের তুমুল সমালোচনায় পড়ে যান বাবর আজম, অধিনায়ক সালমান, শাদাব খান, শাহিন আফ্রিদির মতো তারকারা।

এদিকে এমন সব আলোচনার মধ্যে বিষয়টিকে সত্যি হিসেবে ধরে নিয়েই মুখ খুলেছেন আফ্রিদি। স্বদেশি টিভি চ্যানেল সামা টিভিতে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক এমন আর্থিক জরিমানার সমালোচনাই করেন। তার মতে, ক্রিকেটারদের ক্রিকেটীয় শাস্তিই হওয়া উচিত ছিল। আফ্রিদি বলেন, 'এমন সিদ্ধান্তের কারণ বুঝে ওঠা কঠিন। এটি তো খুবই সংকীর্ণ ভাবনা। খুবই ছোট অঙ্কের জরিমানা এটি। ৫০

লাখ রুপিতে আপনি কি করবেন? এটাকে তো এমনকি কোনো শাস্তিও মনে হচ্ছে না।'

ক্রিকেটীয় শাস্তিগুলোর ধারণা দিয়ে আফ্রিদি আরও বলেন, 'যে ক্রিকেটাররা পারফর্ম করেনি, তাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাঠিয়ে দিন। কিছু ক্রিকেটার আছে, আমার মতে অন্তত দুই বছর তাদের জাতীয় দলে নেয়া উচিত নয়। এটিই যথেষ্ট। যাদের বিরতি দেয়া প্রয়োজন, বিরতি দিন। ক্রিকেটারদের ভেতরে পরিবর্তন আনতে পারলে সেই শাস্তিই যথেষ্ট।'

চলমান বিশ্বকাপের শুরু থেকেই উত্তরসূরিদের একহাত নিয়েছেন আফ্রিদি। মূলত, ভারতের বিপক্ষে গ্রুপপর্বে অসহায় আত্মসমর্পনের পর বাবর আজম, শাদাব খান এমনকি জামাতা শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ধুয়ে দেন তিনি। এরপর সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায় 'মেন ইন গ্রিন'রা। পরে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাঁচা-মরার ম্যাচে জিতলেও, সমীকরণ না মেলাতে পারায় ছিটকে যায় বিশ্বকাপ থেকে।

তাদের জরিমানা দিতে হবে। পাকিস্তানের 'এ' ক্যাটাগরির একজন খেলোয়াড় মাসে ৪৫ লাখ রুপি বেতন পান, পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) রাজস্বের অংশ হিসেবে পান আরো ২০ লাখ ৭০ হাজার রুপি। 'বি' ক্যাটাগরির খেলোয়াড়দের মাসিক ৩০ লাখ রুপি বেতনের সঙ্গে আইসিসি'র অংশ হিসেবে পকেটে ঢোকে আরও ১৫ লাখ ৫০ হাজার রুপি। 'সি' ক্যাটাগরির খেলোয়াড়দের মাসিক বেতন ১০ লাখ ও আইসিসির অংশ ১০ লাখ ৩৫ হাজার এবং 'ডি' ক্যাটাগরির খেলোয়াড়দের বেতন ৭ লাখ ৫০ হাজার ও আইসিসি'র অংশ ৫ লাখ ১৮ হাজার রুপি। এর বাইরে স্কোয়াডে থাকলে আলাদাভাবে খেলোয়াড়রা পান ম্যাচ ফি। বিশ্বকাপে গ্রুপপর্ব ও সুপার এইট মিলিয়ে সাকুল্যে ৬টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় পাকিস্তান। নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়ার বিপক্ষে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করা সালমান আলীরা হার দেখে ভারতের কাছে। সুপার এইটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে গেলে বিপাকে পড়ে যায় তারা।

ফ্রান্সে অসন্তুষ্ট এমবাপ্পে

পোস্ট ডেস্ক : চলতি মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একের পর এক গোলে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে উড়তে থাকা ফরাসি ফরোয়ার্ডকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে হাঁটুর চোট। আর এই চোটের তদারকি নাকি ঠিকঠাক করতে পারছে না এমবাপ্পের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। তাতেই চটেছেন স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটির তারকা ফরোয়ার্ড।

রিয়ালের মেডিক্যাল টিম তার চোটের কোনো সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিকারের জন্য গেলেন নিজের দেশ ফ্রান্সে।

গত সপ্তাহে ফ্রান্সে গিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এমবাপ্পে। ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া বাঁ হাঁটুর চোট এখনো পীড়া দিচ্ছে তাকে। এই চোটের কারণে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে বেনফিকার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারেনি তিনি।

চোটের কোনো উন্নতি না হওয়ায় ফ্রান্সে বিশেষজ্ঞদের কাছে যাচ্ছেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদও তার এই ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদের মেডিক্যাল টিমের ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। তার মতে, গত তিন মাসে ক্লাবটি চোটের সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

যার প্রভাব পড়েছে পারফরম্যান্সেও। পাশপাশি তাকে প্রতিনিয়ত দলের

বাইরেও থাকতে হচ্ছে। এমবাপ্পে বিশ্বাস করেন, বাইরে থেকে অন্য বিশেষজ্ঞের মতামত তার চিকিৎসা ও সুস্থতার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারে।

এমবাপ্পের চোটের ধরনও নিশ্চিত নয়। এখন প্রধান লক্ষ্য হলো হাঁটুর সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধান করা এবং মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ অংশে দলে ফেরা।

গত ৭ ডিসেম্বর সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচে এমবাপে ইন্টার্নাল ল্যাটারাল লিগামেন্টে সমস্যা অনুভব করেছিলেন, তবে এখন পোস্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট-এর সমস্যা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। চোটের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা হলে আরো আগেই লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা সম্ভব হতো। সেটা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাদ্রিদ ছেড়ে নিজ দেশেই পরামর্শ নেওয়া যুৎসই মনে করছেন এমবাপ্পে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে অনিশ্চিত এমবাপ্পে। প্রথম লেগ ১১ মার্চ, এবং দ্বিতীয় লেগ হবে ১৮ মার্চ। ক্লাব প্রত্যাশা দলের আক্রমণভাগের মূল তারকা দ্বিতীয় লেগের আগেই ফিট হয়ে ফিরবেন। তবে ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ডের মাঠে ফেরার সময়সীমা এখনো নিশ্চিত নয়। শেষ পর্যন্ত হাঁটুর অস্ত্রপচার করালে ফেরার সময় আরো দীর্ঘায়িতই হবে।

২০২৫-২৬ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ৩৬ ম্যাচে ৩৯ গোলে সঙ্গে পাঁচটি অ্যাসিস্ট করেছেন এমবাপ্পে। এরমধ্যে লা লিগায় ২৩ গোল করে আছেন গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে। এ ছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগেও সর্বোচ্চ গোল ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডেরও। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় ৮ ম্যাচেই করেছেন ১৩ গোল।

বিপাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইসিসি'র বিকল্প পরিকল্পনা

পোস্ট ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষের পথে। ঠিক এসময় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি টুর্নামেন্ট চালু রাখার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরান, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান

সংঘাতের কারণে এ অঞ্চলের আকাশপথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে করে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গতকাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) তাদের বিশেষ 'জরুরি ভ্রমণ পরিকল্পনা' চালু করে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপের খেলা চললেও সারা বিশ্বের খেলোয়াড়দের যাতায়াতের প্রধান কেন্দ্র হলো দুবাই। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও উত্তেজনার কারণে অনেক ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ফলে টুর্নামেন্ট শেষ করে খেলোয়াড়দের বাড়ি ফেরা বা কর্মকর্তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

আইসিসি জানিয়েছে, মাঠের খেলায় এর কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে যাতায়াত ঠিক রাখতে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। দুবাই বা মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ এড়িয়ে ইউরোপ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিকল্প পথ ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলগুলোর সুবিধার্থে একটি সার্বক্ষণিক 'ট্রাভেল সাপোর্ট ডেস্ক' চালু করা হয়েছে। আইসিসির নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন যাতে কেউ ঝুঁকির মুখে না পড়ে।

আগামী ৪ঠা ও ৫ই মার্চ সেমিফাইনাল এবং ৮ই মার্চ ফাইনাল হবার কথা। আইসিসি জানিয়েছে, খেলা নির্ধারিত সময়েই হবে এবং সবার নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। একই পরিস্থিতিতে ক্রিকেটার মুশফিকুর রহীমও বর্তমানে জেদ্দা বিমানবন্দরে আটকে আছেন। আইসিসি আশা করছে, বিকল্প রুটে দ্রুতই সব সমস্যার সমাধান হবে।

বিশ্বকাপ বর্জনের পথে ইরান!

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। এর বড় প্রভাব পড়তে যাচ্ছে খেলার মাঠে। আগামী জুন মাসে উত্তর আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা) হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ইরান। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা গতকাল এই তথ্য জানিয়েছে।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহেদি তাজি দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভিতে বড় এক ঘোষণা দেন। তিনি জানান, বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে, তাতে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া কঠিন। মেহেদি তাজি বলেন, 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের ক্রীড়া কর্মকর্তারা। তবে

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর এই বিশ্বকাপে ইরানের অংশ নেয়ার আশা করা এখন খুব কঠিন।'

এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে গ্রুপ 'এ'-তে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় ইরান। সূচি অনুযায়ী ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেস নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামার কথা দেশটির। একই স্থানে ২১ জুন বেলজিয়ামের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ ইরানের। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ২৬ জুন,মিসরের বিপক্ষে। ইতোমধ্যেই ইরান সব ঘরোয়া ফুটবল লীগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে।

ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা অনেক আগে থেকেই ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' বা ট্রাভেল ব্যান তালিকার ৩৯টি দেশের মধ্যে ইরান অন্যতম। এর আগে গত বছরের শেষে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানেও অংশ নেয়নি ইরান। মেহেদি তাজিসহ ইরানের অনেক বড় কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্র ঢোকার অনুমতি বা ভিসা দেয়নি।

বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা পুরো বিষয়টি নজরে রেখেছে। ফিফার সাধারণ সম্পাদক ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রোম একটি সভায় বলেছেন, 'আমরা ইরান সংক্রান্ত খবরগুলো পেয়েছি। এ নিয়ে সভাও হয়েছে। তবে বিস্তারিত বলার সময় এখনো আসেনি।' তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো সব দল যেন নিরাপদে খেলতে পারে। আমরা আয়োজক দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'

ছেলেরা বিশ্বকাপ বয়কটের চিন্তা করলেও মেয়েরা কিন্তু মাঠেই আছে। ইরানের নারী ফুটবল দল বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপ খেলছে। আজ সন্ধ্যায় তারা দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে। মেয়েদের খেলা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয়নি।

নতুন সরকারের অগ্রাধিকার হোক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

ড. জাহাঙ্গীর আলম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় নিয়ে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর তিনি যুক্তরাজ্যে অনেকটা নির্বাসনেই ছিলেন। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আচরণ, কথা ও পরিকল্পনা দেশের জনগণের আস্থা কুড়াতে সক্ষম হয়। নির্বাচনী জনসভাগুলো পরিণত হয় লোকে লোকারণ্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেসবুকে তিনি এবং তাঁর কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তাঁরা দেশের মানুষের মন জয় করেন।

তারেক রহমানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা নির্বাচনে বিএনপিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেয়। অতঃপর তিনি সরকার গঠন করেন। এরই মধ্যে তিনি মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ দিয়েছেন। সরকার পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছে নতুন মন্ত্রিসভা।

সামনে অনেক ঝুঁকি ও সম্ভাবনার হাতছানি নিয়ে শুরু হয়েছে এই নতুন সরকারে স্বপ্নের পথযাত্রা।

দেশের বর্তমান অবস্থা বেশ অস্থির। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই ভঙ্গুর। মব সন্ত্রাস, দখলদারি ও চাঁদাবাজি জনসাধারণকে অস্থির করে রেখেছে। নতুন বিনিয়োগে আস্থার সংকট।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ তলানিতে। অসংখ্য মানুষ কর্মহীন। সব স্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। জনবিমুখ ও লোভী আমলাতন্ত্র দেশের প্রশাসনে জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে। অন্যদিকে দেশের উৎপাদনব্যবস্থায় বন্ধ্যত্ব বিরাজমান। পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি মূল্য পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলছে। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে রেখেছে। পাশাপাশি দুর্বল ব্যাংকিং খাত, সরকারের ঋণ বৃদ্ধি ও রাজস্ব আহরণে ব্যর্থতা জাতীয় অর্থনীতিকে এক নাজুক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের সামনে এখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, দুর্বৃত্তায়ন হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আমলাতন্ত্রের সংস্কার, কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যস্ফীতি হ্রাস বড় অগ্রাধিকার।

ড. জাহাঙ্গীর আলমখাতওয়ারি বিবেচনায় সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কৃষি খাত। এটি প্রধান উৎপাদনশীল খাত এবং এটি খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। স্বাধীনতার পর থেকে ৫৪ বছর ধরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বছরে গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ হারে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৭৯ শতাংশে। এতে খাদ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চাল ও গম মিলে গত অর্থবছরে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ লাখ ৭২ হাজার ৩১ টন। এর মধ্যে চালের পরিমাণ ১৩ লাখ এক হাজার ৩৯ টন। বর্তমান অর্থবছরে তা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে বিদেশি মুদ্রার মজুদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময় হার নমনীয় বিধায় অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজার অস্থির হয়ে উঠছে। উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাধারণ ভোক্তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। চার বছর ধরে বিশ্ববাজারে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় লাল তালিকাভুক্ত রয়েছে বাংলাদেশ।

কয়েক মাস আগে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা নমনীয় হয়ে এসেছিল। কিন্তু চার মাস ধরে তা লাগাতার বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জানুয়ারিতে এর পরিমাণ ছিল ৮.২৯ শতাংশ। এর আগে ডিসেম্বরে ছিল ৭.৭১ শতাংশ। এরূপ উচ্চ মূল্যস্ফীতির ৬২.৮ শতাংশই এসেছে আমিষজাতীয় পণ্য থেকে। বাজারে মাছ, মাংস, শুঁটকি, দুধ ও ডালের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। এমতাবস্থায় ফসল কৃষি ও শস্যবহির্ভূত কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ন্যূনতম পক্ষে ৪ শতাংশ হারে বৃহত্তর কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। সে ক্ষেত্রে আগামী দিনের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য।

স্বাধীনতার পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সত্তরের দশকের শেষ ভাগে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ ৩১ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছিল। তাঁরই শাসনামলে ১৯৮১ সালে দেশকে সর্বপ্রথম খাদ্যে স্বয়ম্ভর বলে ঘোষণা করা হয় এবং কিছু চাল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ হ্রাস পায়। ভর্তুকি নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ভয়াবহ বন্যায় কৃষি খাতে বিপর্যয় নেমে এলে তৎকালীন সরকার কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া পুনরায় শুরু করে। ২০০১-০২ অর্থবছরের বাজেটে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকায় উপনীত হয়।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপির সরকার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ এক হাজার ১০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে তা আরো বৃদ্ধি করে নির্ধারণ করা হয় এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। এটি ছিল মোট বাজেটের প্রায় পৌনে ২ শতাংশ। এরপর কৃষি ভর্তুকির আকার বেড়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ করা হয় ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকা। এটি মূল বাজেটের ২.২ শতাংশ, যা অপ্রতুল। এটি মোট কৃষি উৎপাদনের ১০ শতাংশ বা ৪০ হাজার কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা উচিত। বৃহত্তর কৃষি খাতে মোট বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যুক্তসংগত। বর্তমানে তা ৫.৮৬ শতাংশ।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি কার্ড করা এবং তার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ, ভর্তুকি, ঋণ, বীমা সুবিধা ইত্যাদি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকের মাঝে প্রগতিশীল হারে আচ্ছাদিত ভর্তুকিযুক্ত উপকরণ এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষকের কার্ড খুবই সহায়ক হতে পারে। বর্তমানে মূল সমস্যা কৃষি উপকরণের সরবরাহ ঘাটতি। উদাহরণস্বরূপ রাসায়নিক সারের কথা বলা যায়। এবার বোরোর মৌসুমে কৃষকরা তাঁদের প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণ সারও জোগাড় করতে পারছেন না। সদ্যোবিদায় নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গ্যাসসংকটের অজুহাতে বেশির ভাগ সার কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থসংকটের কারণে পর্যাপ্ত সার আমদানি করা যায়নি। ফলে তীব্র সারসংকট দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সারের দাম বেড়ে গেছে। এই সংকট মোকাবেলায় দেশের সার কারখানাগুলো পুরোদমে চালু করা দরকার। বীজ ও বালাইনাশকের আমদানি হ্রাস করে দেশের অভ্যন্তরে তা উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিদেশি নামকরা কম্পানিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের ভেতর কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কারখানা স্থাপন করা দরকার। খাল খনন কর্মসূচি পুনরায় চালু করে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের সম্প্রসারণ করা উচিত।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার। এর জন্য সরকারের শস্য সরবরাহ নীতির পরিবর্তন করা দরকার। ফসলের উৎপাদন খরচের ওপর ন্যূনপক্ষে ২০ শতাংশ লাভ যোগ করে শস্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। বর্তমানে শুধু ধান-চাল ও গম উৎপাদন মৌসুমে সরকারিভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়। এর পরিধি বৃদ্ধি করে প্রাথমিকভাবে ১০টি ফসল সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ১০ শতাংশ কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা উচিত। গত উৎপাদন মৌসুমে আলুর মূল্যে ধস ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকার হিমাগার প্রান্তে আলুর সর্বনিম্ন মূল্য ২১ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল এবং ৫০ হাজার টন আলু কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর আলু চাষিদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য মূল্য সমর্থন প্রদানের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু তা-ও বাস্তবায়ন না করেই বিদায় নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরূপ নিষ্কর্মা প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। বাজারে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য বাজারে সরকারের বড় ধরনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এতে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজি নিষ্ক্রিয় করে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। শুধু চোখ-রাঙানি দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের নৈরাজ্য বন্ধ করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ ক্ষেত্রেও সরকারকে কৌশলী ভূমিকা নিতে হবে। তা ছাড়া কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বিপণন, আমদানি ও রপ্তানি নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রণয়নের জন্য একটি কৃষি মূল্য কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সম্প্রতি কৃষিপণ্যের উৎপাদনে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাতে সমবায় ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি সহায়তা রয়েছে। কৃষকদের সংগঠিত করা, উপকরণের জোগান দেওয়া, পানি সেচের ব্যবস্থা করা, ঋণের জোগান দেওয়া এবং কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কৃষি সমবায়। চিরায়ত সমবায় বিভাগ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে কৃষি খামারের আকার দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৯২ শতাংশ কৃষকই এখন ছোট ও প্রান্তিক। তাঁদের সংগঠিত করে উৎপাদন দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এবং পরিকল্পিতভাবে গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজমি হ্রাস ঠেকানোর জন্য স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ সুফল বয়ে আনতে পারে। সম্প্রতি একজন জননন্দিত রাজনীতিক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ওই মন্ত্রণালয়টির হাল ধরেছেন। একসময় তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়েরও একজন সফল প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের মধ্যে কার্যকরভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। স্বাধীনতার সময় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বন, খাদ্য ও পানিসম্পদ একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। পরে কাজের সুবিধার্থে কৃষি মন্ত্রণালয় ভাগ করে আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন শুধু ফসল খাত চিরায়ত কৃষি মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচয় বহন করছে। এসব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কাজের পুনরাবৃত্তি আছে। সে ক্ষেত্রে সমন্বয়ের দারুণ অভাব। একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে এই সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়ে বর্তমান মন্ত্রিসভার আকার বেশ বড়। এতে পরিচালন ব্যয় কম নয়। দেশের নাজুক অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সরকার পরিচালন ব্যয় যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। পুরনো কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সীমিত রেখে নতুন কর্মসংস্থানে অধিক মনোনিবেশ করা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আঁটসাঁট মুদ্রা ও রাজস্বনীতি অনুসরণ করা উচিত। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে সামনের দিনগুলোতে উন্নত ও নিরাপদ জীবনযাপনের প্রত্যাশা করছে দেশের সাধারণ মানুষ। এই লক্ষ্য অর্জনে নতুন সরকারের সাফল্য কামনা করছি।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Student visas halted for Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan

Post Desk: The Home Office announced on Wednesday that it will halt study visas for nationals of Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan, and suspend Skilled Worker visas for Afghan nationals, in what it calls an unprecedented "emergency brake" on visas.

The Home Office says the measures are being introduced in response to "widespread visa abuse" and rising asylum claims from these countries' visa holders.

According to the Home Office, asylum applications by students from the four countries rose by more than 470% between 2021 and 2025. It stated: "Between 2021 and the year ending September 2025, the proportion of Afghan asylum claims to study visas issued was 95%, while applications by students from Myanmar soared sixteen-fold over the same period. Claims by students from Cameroon and Sudan spiked by more than 330%, posing an unsustainable threat to the UK's asylum system."

According to figures quoted in The Times, the combined total of asylum claims across both work and study visa routes from the four countries was 7,584 in 2025, up from 722 in 2021.

Home Secretary Shabana Mahmood said: "Britain will always provide refuge to people fleeing war and persecution, but our visa system must not be abused. That is why I am

taking the unprecedented decision to refuse visas for those nationals seeking to exploit our generosity. I will restore order and control to our borders."

The measures will be introduced in tomorrow's statement of changes to the Immigration Rules and will come into effect on 26 March 2026.

In analysis on Substack, however, immigration lawyer Sonia Lenegan questioned the Home Office's framing of "widespread visa abuse," noting that while percentages have increased, the absolute numbers of students from the four countries and Afghan workers claiming asylum remain a relatively small proportion of total UK claims.

Lenegan stated: "Last year up until the end of September there were 110 Afghan nationals on a work visa who claimed asylum, and 550 people on a student visa. There were 180 people from Cameroon on a student visa who claimed asylum, 330 from Myanmar and 120 from Sudan."

Government to commence duty to deport foreign criminals given suspended sentence of 12 months or moreGovernment to commence duty to deport foreign criminals given suspended sentence of 12 months or more

Student visas halted for Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan due to rising asylum claimsGovernment to commence duty to deport foreign criminals given suspended sentence of 12 months or moreMajor overhaul of asylum system introduces 30-month refugee leave under 'core protection' modelSafe Passage International granted permission for judicial review over refugee family reunion suspensionGovernment warns of 'baseless accusations' against immigration judgesNon-visa nationals require digital permission to travel to the UK from todayUkrainians given more time to renew UK visas as Home Office extends Ukraine Permission Extension SchemeDemos report calls

Labour MP rejects China links after husband's spying arrest

Post Desk: A Scottish Labour MP declared she had "never been to China or spoken on China-related matters in the Commons" after her husband was arrested on suspicion of assisting a foreign intelligence service.

Joani Reid said she believed in freedom of expression and was no apologist for the Chinese Communist Party, adding: "I have never seen anything to make me suspect my husband has broken any law".

Her partner David Taylor, 39, a lobbyist and the head of programmes at the Asia House think tank, was one of the three men arrested by the Metropolitan Police. The trio were being questioned on suspicion of assisting a foreign state, a breach of the National Security Act.

The other two suspects, aged 43 and 68, are understood to be a former communications officer for Labour and a veteran political adviser. Both were involved in Welsh Labour circles.

Their connection to Taylor includes working for a corporate client in the renewable energy sector, a field in which Taylor previously lobbied before becoming a shareholder in a Welsh wind farm project.Taylor was previously a special adviser to Peter Hain, a former Welsh secretary. Taylor is named in Reid's parliamentary register of interests as a family member engaged in third-party lobbying, due to his role as director of the company Earthcott Limited.

Reid, the MP for East Kilbride & Strathaven, said in a statement that she had not been to China, spoken in the Commons on China-related

matters, nor asked a question on them."I am a social democrat who believes in freedom of expression, free trade unions and free elections. I am not any sort of admirer or apologist for the Chinese Communist Party's dictatorship. I have never seen anything to make me suspect my husband has broken any law.

"I am not part of my husband's business activities and neither I nor my children are part of this investigation, and we should not be treated by media organisations as though we are. Above all I expect media organisations to respect my children's privacy."

Companies House documents show that in 2023 two of Taylor's businesses were owed thousands of pounds by her company, Reid Strategy Limited.

Little Litter League Celebrates Five Years of Community Impact

The Little Litter League is marking its fifth anniversary this week, celebrating half a decade of grassroots environmental action that has transformed streets, parks and public spaces while empowering a new generation of community leaders.

What began as a simple social media exchange with Barking & Dagenham Council Leaders Dominic Twomey and Darren quickly evolved into a sustained movement for change.

Equipped with a litter picker and refuse bags gifted by a local supporter, the first clean up was modest in scale but ambitious in spirit. Since then, the initiative has grown into a consistent and visible presence across neighbourhoods - from residential streets and local parks to care homes, homeless hostels and even beaches.

To date, volunteers have collected 4,011 bags of litter, each representing a tangible improvement to the local environment and a clear signal of civic pride. Volunteers say the impact goes beyond

cleaner spaces. The League has focused strongly on empowerment; particularly among young people, using practical action as a platform to raise aspirations, build confidence and strengthen community engagement.

Through hands on involvement, children and young volunteers learn about environmental responsibility, teamwork and leadership. Awareness raising sessions highlight issues such as plastic pollution, with the reminder that a single plastic bottle can take up to 450 years to decompose. By linking education with action, the initiative encourages long term culture change rather than one off clean ups.

Founder Emdad Rahman said the milestone reflects the power of collective responsibility.: "This journey shows what can happen when communities are trusted and empowered to lead. We are picking up litter and raising awareness, building engagement and helping people believe they can make a difference.

"Cleaner environments lift community spirit, improve wellbeing and inspire higher aspirations. Every bag collected tells a story of teamwork and hope."

The Little Litter League is also preparing to play an active role in the Great British Spring Clean 2026, aligning its ongoing work with the national campaign to tackle litter and inspire wider participation. The team of volunteers see the event as an opportunity to further amplify messages around environmental stewardship, volunteerism and civic pride.

Research consistently shows that well maintained public spaces contribute to improved mental wellbeing and stronger perceptions of safety. By encouraging outdoor activity, dialogue and intergenerational cooperation, the League has positioned litter picking as a vehicle for empowerment, awareness raising and sustained engagement.

Five years on, the mission remains clear: nurture responsibility, raise aspirations and demonstrate that meaningful change begins with simple action.

Mahmood tells MPs: Back my laws to stop illegal migration or lose trust

Post Desk: Failing to stop illegal migration will demolish trust in the state, the home secretary will warn on Thursday as new legislation to scale back asylum support is introduced in parliament.

In a call on Labour MPs to back her, Shabana Mahmood says that without changes there would be a rise of "ethno-nationalism" on the "far right".

Despite calls from some backbenchers for a tack to the left after last week's by-election loss to the Greens, she rejects pandering to "student politics".

Mahmood is expected to acknowledge voters' frustration with levels of illegal migration after last year became the second-highest on record for small-boat arrivals, at 41,472.

"If we cannot deal with so visible a failure, what can the state achieve at all?" she will say at the Institute for Public Policy Research think tank. "It is our creed, as the Labour Party, that the state can and must be a force for good. Without the trust of citizens in the state, therefore, there is no space for Labour values — in any part of government — to be realised.

Restoring order and control at our border is not a betrayal of Labour values; it is an embodiment of them and it is the necessary condition for a Labour government to achieve anything it hopes to."

About 40 Labour MPs are threatening to rebel against new laws promised by Mahmood, modelled on reforms by the Danish government.

Her speech marks the start of changes in parliament by introducing statutory instruments to come into effect from June. They will scrap the "duty to support", which requires financial and accommodation assistance to be given to asylum seekers who would otherwise be destitute. Help will not automatically be offered to those with a right to work, anyone who has made themselves destitute or people who break the law, including by working illegally.

Changes to immigration rules, which do not require legislation,

were also due to be published on Thursday. These include raising the standard of English that legal migrants who want permanently to remain in the UK must speak.

Mahmood, seen as a leading figure of the more conservative Blue Labour movement, will resist softening her stance, hitting out at the Greens' "fairytale" policies.

"This might seem like harmless student politics, but the danger and the possible damage is real," she is expected to say. "A party leader who seeks the highest office in the land should not be on the beaches of France helping migrants on to small boats, encouraging them to make a perilous crossing.

"Creating further incentives to come to this country illegally, increasing the already vast burden placed on taxpayers in this country. [Zack] Polanski calls for the most expensive and expansive migration policies anywhere in the world."

Last year, the Home Office said that £4 billion was spent on asylum support in the UK, with about 107,003 individuals in receipt of asylum support, as of last December.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1079 ◆ Friday 06March - Thursday 12 March 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

যুক্তরাজ্যের ভিজিটর ভিসায় বড় ধরনের পরিবর্তন

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের ভিসা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সকল ভিজিটর ভিসা সম্পূর্ণ ডিজিটাল বা 'ই-ভিসা' হিসেবে যুক্ত হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (হোম অফিস) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব বিদেশি নাগরিক যুক্তরাজ্যে প্রবেশের জন্য ভিজিটর ভিসা প্রয়োজন হবে, তারা আর পাসপোর্টে ভিসা স্টিকার, বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট (বিআরপি) বা হাতে দেয়া ইমিগ্রেশন সিল পাবেন না। এর পরিবর্তে ভিসা সংক্রান্ত সব তথ্য যুক্তরাজ্য ভিসা অ্যান্ড ইমিগ্রেশন (ইউকেভিআই)-এর অনলাইন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।

এই উদ্যোগ যুক্তরাজ্যের বৃহত্তর 'ডিজিটাল বর্ডার' কর্মসূচির অংশ, যার আওতায় ইতিমধ্যে অভিবাসীদের জন্য প্রচলিত বিআরপি কার্ড বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ভিসামুক্ত দেশগুলোর ভ্রমণকারীদের জন্য ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ) চালু করা হচ্ছে। ই-ভিসার মাধ্যমে বিমানসংস্থা, ফেরি ও রেল অপারেটররা যাত্রীর ভিসা অনুমোদন, কাজ বা পড়াশোনার অনুমতি এবং অবস্থানের শর্তাবলি তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করতে পারবে। এ জন্য গত এক বছরে পরিবহন সংস্থাগুলো তাদের চেক-ইন সিস্টেম নতুন 'ক্যারিয়ার চেক এপিআই'-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

নতুন ব্যবস্থায় যাত্রীদের পাসপোর্ট অবশ্যই তাদের ইউকেভিআই অনলাইন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। অন্যথায় বিমান সংস্থাগুলো বোর্ডিং অনুমতি নাও দিতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যমান ভিসাধারীদের এসএমএস ও ইমেইলের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠানো শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

বিশেষ করে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন অভিবাসন আইনজীবীরা। তারা ভ্রমণের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে ইউকেভিআই অ্যাকাউন্টে লগইন করে তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই পরিবর্তনের ফলে ভিসা স্টিকার মেয়াদ শেষ হওয়ার ঝুঁকি কমলেও নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন প্রশাসনিক দায়িত্ব তৈরি হবে। মানবসম্পদ বিভাগকে কর্মীদের ইউকেভিআই অ্যাকাউন্ট সক্রিয় আছে কিনা, পাসপোর্ট তথ্য হালনাগাদ হয়েছে কিনা এবং 'রাইট টু ওয়ার্ক' যাচাইয়ের জন্য শেয়ার কোড তৈরি করা যাচ্ছে কিনা-তা নিশ্চিত করতে হবে।

যুক্তরাজ্য ভিসা অ্যান্ড ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বলছে, ডিজিটাল ভিসা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার হবে এবং জালিয়াতি কমবে। তবে তথ্য সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কেউ ভুলভাবে বোর্ডিং --১৭ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হবে : চিফ প্রসিকিউটর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে নতুন করে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
গণমাধ্যমকর্মীরা --১৭ পৃষ্ঠায়

চার দেশের 'স্টাডি ভিসা' বন্ধ করল যুক্তরাজ্য

পোস্ট ডেস্ক : অভিবাসনবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, মিয়ানমার ও সুদানের শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। তাছাড়া আফগান নাগরিকদের জন্য কর্মভিসাও স্থগিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, 'স্টাডি ভিসায়' আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের (অ্যাসাইলাম) আবেদন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রথমবারের মতো এই চার দেশের নাগরিকদের ওপর ভিসা প্রদানে 'জরুরি ব্রেক' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, মিয়ানমার ও সুদানের শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন ৪৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেন, ব্রিটেন সবসময় যুদ্ধ ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা মানুষকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু আমাদের ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। আমাদের উদারতার সুযোগ নিতে চাওয়া ওই নির্দিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করবেন কিয়ার স্টারমার

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, তারা ইরানের মিসাইল ব্যবস্থায় হামলা চালাতে তাদের ঘাঁটি ব্যবহার করতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুমতি দিয়েছেন।
সোমবার এ ব্যাপারে --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের কাছে যা চায় ইরান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ওআইসি ও ন্যাম সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইরানে আগ্রাসী হামলাকারীদের সরাসরি নিন্দা করবে, এমন প্রত্যাশা করে দেশটি। বুধবার (৪ মার্চ) ঢাকার ইরান দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রত্যাশার কথা জানান ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমী জাহানাবাদী।
রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। একইসঙ্গে ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)-এর সদস্য। সেই হিসেবে একটি আগ্রাসী শক্তিকে সরাসরি নিন্দা বা এর প্রতিবাদ করবে, এমনটাই আমরা আশা করি।
জলিল রহিমী জাহানাবাদী --১৭ পৃষ্ঠায়

ফ্রান্সের পৌর নির্বাচনে লড়ছেন বাংলাদেশি প্রার্থীরা

সংবাদদাতা, প্যারিস থেকে : চলতি মাসের ১৫ তারিখে ফ্রান্সের পৌরসভা নির্বাচনের প্রথম দফা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আর দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ হবে ২২ মার্চ। এবারের নির্বাচনে অর্ধ-ডজনের বেশি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিচ্ছেন। এটি শুধু কমিউনিটির মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেনি বরং প্রমাণ করছে যে ফ্রান্সে বাংলাদেশিরা শুধু প্রবাসী নয়, তারা মূলধারার রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্থানীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব থাকলে শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে কমিউনিটির বাস্তব সমস্যাগুলো সরাসরি তুলে ধরা সম্ভব হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যারা :
কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং সফল ব্যবসায়ী রাব্বানী খান প্যারিসের শহরতলি এস্তা পৌরসভা থেকে পুনরায় কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফরাসি হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি ভাষা শিক্ষা এবং প্রশাসনিক সহায়তার মাধ্যমে তিনি কমিউনিটিতে সুপরিচিত।
এবারও তিনি বর্তমান মেয়র আজেদিন তাইবি প্যানেল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
সমাজকর্মী ও রাজনীতিক এনকে নয়ন ইল-দু-ফ্রঁসের ভিন্যু-সুর-সেইন এলাকা থেকে লা ফ্রঁস আনসুমি --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk